



ঘুমপাড়ানি গুলিতে
কাবু বন্নার অতিথি

১০

আজকের সন্ধ্যা তাপমাত্রা					
৩৫°	২৪°	৩৫°	২৬°	৩৫°	২৫°
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি		সর্বোচ্চ	মল্লিকার	সর্বোচ্চ	আলিপুরদুয়ার

উমা আসছে

১৬



এতটুকুও বদলায়নি
বিরাট, প্রশংসা
রোহিতের

১২

শিলিগুড়ি ১২ আশ্বিন ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 30 September 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 134

উত্তরের ঠোঁড়

মুখ্যমন্ত্রীরা
কেন যে
এমন প্রতিজ্ঞা
করতে যান!

রূপায়ণ ভট্টাচার্য



এক মুখ্যমন্ত্রীর
প্রতিশ্রুতি ছিল,
রাত বারোটার পরে
বিহারের কোনও
মহিলাকে অতেনা
কেউ ছুঁলেই পরদিন
সকালে তিনি পদত্যাগ করবেন।
এবং এক মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে
বলেছিলেন, তাঁর পশ্চিমবঙ্গে মা-
বোনদের দিকে কেউ আঙুল তুললে
সেই আঙুল ভেঙে দিতে হবে।
প্রথমজন সম্রাট চৌধুরী।
দ্বিতীয়জন শুভেন্দু অধিকারী।

শুনে আমরা প্রবল আশ্বস্ত
হয়েছিলাম, যাক, নারী নিরাপত্তার
প্রশ্নে আবির্ভাব ঘটেছে আপসহীন
দুই প্রশাসকের। দেবী আসছেন দিন
কয়েক পরেই। সারা দেশ জেগে
উঠবে মাতৃবন্দনায়। তার মাঝে
এসব আশ্বাস আশা জাগছিল
দলমতনির্বিশেষে। অথচ মহিলাদের
ওপর অত্যাচার খামল কই! বাস্তবের
নৈরাজ্যের ছবিটা তুলছে অন্য প্রশ্ন।
বিহারে অতৃত দিন শহর
জামুই, বাকী, সমস্তপুরে একের পর
এক মহিলাকে হেনস্তার অভিযোগ
সামনে এল গত কয়েকদিনে।

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.

সাদা কে সাদা
কালো কে কালো

বলাই আমাদের ধর্ম

বাংলায় শুভেন্দুর ওই ঘোষণার
পরদিনই দেখলাম, কলকাতায়
তৃণমূলের নব্য নেত্রী উপাসনা
চৌধুরীর ওপর হামলা। তাঁর
পোশাক ছিড়ে ফেলা হল রাস্তায়।
সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের
ছাত্রীরা আক্রান্ত হল ক্যাম্পাসেই।
মুখ্যমন্ত্রীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরেই
এক বাড়িতে মাঝবয়সি মহিলা
ও তাঁর পুত্রবধূর মুখ বেঁধে ধর্ষণ
করার চাক্ষুষ্যের অভিযোগ উঠল।
নিযাতিতা মহিলার স্বামীর দাবি,
অভিযুক্ত চারজনই বিজেপি ঘনিষ্ঠ।

কই, কারও তো কোনও আঙুল
ভাঙল না! কোনও মুখ্যমন্ত্রী সকালে
উঠেই পদত্যাগও করলেন না।
বুঝলাম, ও সব স্রেফ কথার কথা
ভাই, প্রতিশ্রুতি বাই বাই।

তাহলে কি বিরোধী নেত্রীর
ওপর হামলা হল এক নিয়ম,
শাসক নেত্রীর ওপর হামলা হল
আলাদা নিয়ম? সে তো আদিমকাল
থেকে দেখে আসছি। বদলালো কী
তা হলে! বিজেপির বিরুদ্ধে কথা
বললেই দেশবিরোধী!

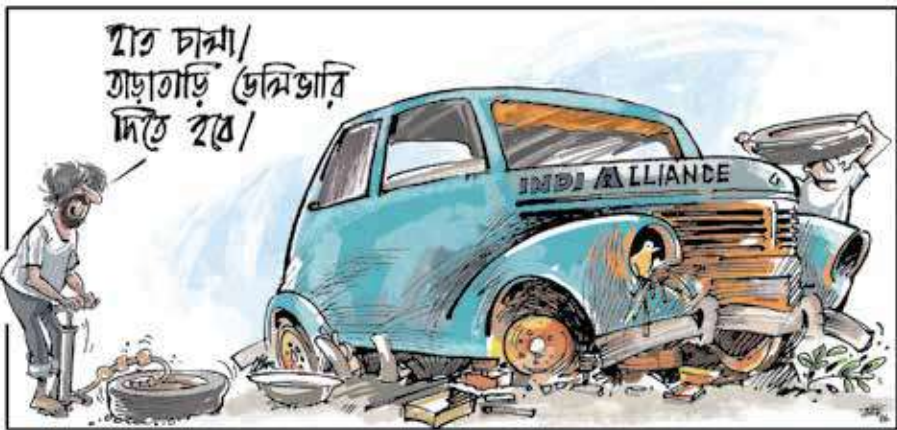
এরপর দশের পাতায়

বিরোধী একে
বড় ফাটল



দিমাগী নকশালদের সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন (মমতা)। দিমাগী
নকশালদের মূল মন্ত্রণাদাতা হয়েছেন। কিন্তু 'ইন্ডিয়া' জোটের পিণ্ডি
অনেক আগেই চটকে গিয়েছে।

-শুভেন্দু অধিকারী



দিল্লিতে মমতা, পিছটান কেজরিদের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর : মুখ্য
নির্বাচন কমিশনারের অপসারণের
দাবিতে বিরোধীদের একজোট
হওয়ার চেষ্টায় প্রথমই থাকা। বুধবার
'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠকে উপস্থিত
হতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবারই
নয়াদিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন। কিন্তু
ইতিমধ্যে সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে
ও আম আদমি ওই বৈঠকে যোগ
দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।
জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী তৎপরতাকে
হাতিয়ার করে বাংলায় কোণঠাসা
মমতা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভেদে
থাকতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

তড়িঘড়ি বৈঠকের আগের
দিন নয়াদিল্লি পৌঁছে যান তিনি।
বিভিন্ন বিরোধী দলের কয়েকজন
নেতার সঙ্গে দেখাও করেন। কিন্তু
বুধবারের বৈঠকের সাফল্য নিয়ে
সংশয় দেখা দিয়েছে অন্তত তিনটি
দল বৈঠকে বসায়। বিরোধীরা যতটা
এককট্টা হয়ে নির্বাচন কমিশন
এবং বিজেপিকে নিশানা করেছিল,
বৈঠকের ২৪ ঘণ্টা আগে শেয়ার
বাজারে ধস নামার মতো সেই
এককট্টা বিরোধিতা আচমকা উখলল।
বৈঠকে না থাকার সভাবনা
সমাজবাদী পার্টির সভাপতি

অখিলেশ যাদবের। রাজ্যসভা
ভোটের জন্য তিনি থাকতে পারবেন
না বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো
হয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধের



■ জ্ঞানেশ কুমার ইস্যুতে
এককট্টা হতে চেয়েছিল
ইন্ডিয়া জোট

■ বুধবার বৈঠকে যোগ
দিতে দিল্লি পৌঁছেছেন
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

■ তবে ওই বৈঠকে যোগ
দেবে না বলে জানিয়েছে
সমাজবাদী পার্টি, আপ ও
ডিএমকে

■ পিণ্ডি চটকে গিয়েছে,
কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারীর

কারণে বৈঠক এড়িয়ে যাওয়ার
সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপ এবং ডিএমকে।
শরীরে হাজির থাকার সভাবনা কম
শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব

ঠাকুর এবং বাডখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী
হেমন্ত সোমেরেরও।

সুযোগ পেয়ে তীব্র কটাক্ষ
করছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
অধিকারী। তাঁর ভাষায়, 'দিমাগী
নকশালদের সঙ্গে বৈঠক করতে
যাচ্ছেন (মমতা)। দিমাগী
নকশালদের মূল মন্ত্রণাদাতা
হয়েছেন। কিন্তু 'ইন্ডিয়া' জোটের পিণ্ডি
অনেক আগেই চটকে গিয়েছে।
এক হাতে জামাতা, আরেক হাতে
দিমাগী নকশাল নিয়ে উনি (মমতা)
চলছেন। দিল্লি পুলিশ, আইবি-কে
বলব ভালো করে নজর রাখতে।
ওঁর সঙ্গে দেশবিরোধী শক্তির না
বৈঠক হয়।'

রাহুল গান্ধির চিত্রনাট্য অনুযায়ী
কংগ্রেস তেড়েফুঁড়ে আন্দোলনে
নামায় সমাজবাদী পার্টি, আপ
খানিকটা হলেও ব্যাকফুটে। তাছাড়া
পঞ্জাব, গোয়ার বিধানসভা নির্বাচনের
আগে আপ-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব চরমে।
ডিএমকে দুরন্ত বাড়িয়েছে। ফলে
কংগ্রেসের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
লড়াইয়ে তেমন তাগিদ বিরোধীদের
বড় অংশের মধ্যেই উখাল। একমাত্র
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই
মুহূর্তে 'ইন্ডিয়া' জোট থাকটা তাঁর
কাছে বাধ্যবাধকতা।

এরপর দশের পাতায়

আল-কায়দার ছায়া



বংশীহারী রকের মহাবাড়ি পথঘায়েতের মুন্দেরহার গ্রামে এনআইএ-র দল। মঙ্গলবার।

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : বাংলায় আরেক
জঙ্গি সংগঠন 'ইমাম মাহমুদের কাফেলা'র যোগ।
একদিনে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪ জনকে ওই
যোগসাজশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে জাতীয়
তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। কেউ গ্রেপ্তার না
হলেও আট এসে লেগেছে উত্তরবঙ্গেও। দক্ষিণ
দিনাজপুরের বংশীহারীর এক গ্রামেও মঙ্গলবার
এনআইএ তল্লাশি করে। নির্দিষ্ট এক তরুণের
খোঁজ চলে। তিনি গত ৯ মাস ধরে পলাতক।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছেন
বর্ধমানের ইমাম পিয়ার মহম্মদ শেখ,
জুমান শেখ, শাহরুল পুরকায়ের এবং
আবদুল রফিক। মঙ্গলবার ভোরে
গোয়েন্দারা হানা দেন পূর্ব বর্ধমান
জেলায় মঙ্গলকাটে পালিশগ্রামের
একটি মসজিদে। ধৃত পিয়ার
মহম্মদ শেখ ওই মসজিদেই
ইমাম। গ্রেপ্তার হয়েছেন
বজ্রবজের মিঠাপুকুরের
বাসিন্দা, পেশায় দর্জি জুমান
শেখ। তাঁর বাড়িতে হানা
দেওয়ার আগে গোয়েন্দারা
পৌঁছান পাশের গ্রাম

বলরামপুরে। সেখানে শাহরুল পুরকায়েরের খোঁজ
চলে।
পেশায় অ্যাপ বাইকচালক শাহরুল ওই
এলাকায় সপরিবারে ১৫ বছর ধরে বসবাস
করছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁর মূল
বাড়ি কুলপির পশ্চিম রঘুনাথপুরে। শাহরুলের
স্ত্রীর কাছ থেকে গোয়েন্দারা জানতে পারেন, তিনি
কুলপিতে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছেন। গোয়েন্দারা
সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করেন শাহরুলকে।

এছাড়া আবদুল রফিককে গ্রেপ্তার করা
হয় নরেন্দ্রপুরের কুসুখা থেকে। তাঁর
বাড়ি অসমের বরপেটায়। তিনি 'পূর্ব
আকাশ' নামে একটি মৌলভীর
হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সদস্য
বলে গোয়েন্দাদের দাবি।
অসমে নথিভুক্ত একটি
মামলার তদন্তে মঙ্গলবার
ওই তল্লাশি ও গ্রেপ্তার
হয়। একইদিনে অসমও
কেরলে এনআইএ-র
অভিযান চলে।

এরপর দশের পাতায়

শারদ-সুর



কাশবনে দুরন্ত শৈশব। ইসলামপুরের কাছে রাজু দাসের তোলা ছবি।

কাজে বাধা বহিরাগতদের, অভিযোগ কমিশনারের

কর্মবিরতিতে জঞ্জাল জমল হেঁশেলে, পথে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর :
পূর্ব ঘোষণামতোই মঙ্গলবার সকাল
থেকে বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক
দাবিতে উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী
ওয়েলফেয়ার অগনিইজেশনের
ডাকে প্রায় সাতশো সাফাইকর্মী
কর্মবিরতিতে शामिल হলেন।
কর্মবিরতির প্রথম দিনেই শহরের
একাধিক ওয়ার্ডে সাফাইয়ের কাজ
ব্যাঘাত ঘটল। কোথাও রাস্তার
ধারেই জমে থাকল জঞ্জাল। আবার
কোথাও বাঁশি বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি
থেকে আবর্জনা সংগ্রহ বন্ধ রইল।

শিলিগুড়ির পুর কমিশনার অবশ্য
পুজোর মরশুমে সাফাইকর্মীদের
কর্মবিরতি ঠেকাতে আলোচনার
পথে না গিয়ে ওয়ার্ড মাস্টারদের
সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। পুরো
বিষয়টিতে বহিরাগত যোগ রয়েছে
বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন
পুরনিগমের কমিশনার বীরব্রজ
রাই। তাঁর দাবি, সাফাইকর্মীরা
কর্মবিরতিতে যাননি। একটি সংগঠন
জোর করে সাফাইকর্মীদের কাজে
যোগ দেওয়া থেকে আটকাচ্ছে।
হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। এই সংক্রান্ত

কয়েকটি অভিযোগও সামনে
এসেছে। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে
কয়েকজন বহিরাগতকে চিহ্নিত করা
হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত
পদক্ষেপ করা হবে। এছাড়া,
সাফাইকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়ার
ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণ পেলে পুলিশ
লিখিত অভিযোগ জানানো হবে।
কর্মবিরতি চলবেই। পুর কর্তৃপক্ষ



বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সাফাইকর্মীদের মিছিল। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে।

অন্যদিকে, আগামীতে যেন সাফাইয়ে
সমস্যা না হয়, সেজন্য প্রয়োজন
অনুসারে পুলিশ সহযোগিতা নেওয়া
হতে পারে।
এদিন প্রায় সাতশো সাফাইকর্মী
কাজে যোগ না দিয়ে বাড়ি-কোদাল-
বেলচা হাতে বাধা যতীন পার্ক সংলগ্ন

কঠোর পদক্ষেপ করলেও পিছু
হটবেন না বলে জানিয়ে দেন।
এদিকে, পুজোর আগে উত্তরবঙ্গ
সাফাই কর্মচারী ওয়েলফেয়ার
অগনিইজেশনের ডাকা কর্মবিরতির
জেরে পুর কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়ে।
এরপর দশের পাতায়

উমা আসছে। চারপাশে যতই থাকুক অন্ধকার, যতই জমে থাকুক উদ্বেগ আর যন্ত্রণা, তার
আসার খবরেই যেন বদলে যায় উত্তরবঙ্গের বাতাস। কাশফুল দোলে, শিউলি ঝরে। সব
দুঃখকে একটু পাশে সরিয়ে তাই গোটা উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা করে উমার। সেই অপেক্ষা,
সেই বদলে যাওয়া দিনগুলোর গল্পই বলবে 'পুজোর গন্ধ এসেছে'।



পুজো চলে এল, কবে বাড়ি ফিরবি?

দীপায়ন বসু

পুজোর ঢাকে কাটি পড়তে এখনও
কিছুটা সময় বাকি। সুদূর নেদারল্যান্ডস
নিবাসী পম্পা ভট্টাচার্যের পুজো অবশ্য
শুরু হয়ে গিয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ
ডিপিতে ব্যাকগ্রাউন্ডে
দেবী দুর্গাকে নিয়ে ছবি
দিয়েছেন। মুখে হাসি।
বেশ একটা পুজো পুজো
ভাব।

দেশে মায়ের কিন্তু বেশ মন খারাপ।
শিলিগুড়ির জয়শ্রী ভট্টাচার্যের কথায়,
'সেই ২০২১-এ শেষ। তারপর থেকে
আর মেয়ের সঙ্গে পুজো কাটানোটা হয়ে
ওঠেনি।' মেয়ে যাতে অন্তত এবারে পুজোর সময়টায় বাড়ি
ফেরে সেজন্য বেশ কয়েকবার ফোন করেছেন। হোয়াটসঅ্যাপ
কল। ওপার থেকে কেবলই দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ ভেসে
এসেছে। মাল্টিস্যানাল অফিসে ছুটি ম্যানেজ, নতুন কেনা

বাড়ির হাজারো বাকি... মা-মেয়ের মন খারাপের একশেষ।
হোয়াটসঅ্যাপ ডিপিতে মেয়ে যতটা পেরেছেন সেটা আড়াল
করেছেন। কিন্তু মা? জয়শ্রীর এবারের পুজো প্ল্যান, 'ধূস,
পুজোটাই এবারে দেখব না। সেই সময়টায় ডুয়ার্সের কোনও
নির্জন হোমসেটে প্রিয় বইগুলির পাতায় ডুবে যাব।'
পুজো মানে আনন্দ। কিন্তু আড়ালে কত যে বিষাদ,
উৎকণ্ঠা সেই খোঁজটা ক'জনেই বা রাখে।
ছেলেমেয়েরা কাছে থাকলে কথা নেই। কিন্তু
দূরে হলে? মা-বাবার চিন্তার একশেষ। পুজোয়
ওরা শেষমেশ আসবে তো? মনের মধ্যে
সারাক্ষণই একটা কু ডেকে চলে। শিলিগুড়ির
বন্দনা দে'রও ডাকে। ছেলে ঋতব্রত মিউচুয়াল
ফান্ড জগতের মানুষ। মুম্বইনিবাসী। সেখানে
গণেশপুজোয় ছুটি মেলে, কিন্তু দুর্গাপুজোয়
নয়। বাড়ি ফিরতে না পারলে মায়ের মন

প্রাচুং খারাপ হবে বলে অফিসের বসকে বলেছেন পুজোর
সময়টায় ওয়ার্ক ফ্রম হোমের ব্যবস্থা করে নেওয়ায় এবারের
মতো ফাঁড়াটা কাটানো গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

বাইকের শোরুমে ‘মারধর’

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি শহরের সেবক রোডের একটি বাইকের শোরুমে এক গ্রাহকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি এবং তাকে মারধর করার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। মারধরের আহত হন এক তরুণ। তিনি ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই-তিনজন তরুণ মোটরবাইক কেনার আগে খোঁজখবর নিতে ওই শোরুমে গিয়েছিলেন। কথাবাতার সময় অতিরিক্ত চার্জ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গ্রাহক এবং শোরুমের কর্মীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। আহত তরুণ শ্বভম তিওয়ারীর অভিযোগ, তিনি ওই চার্জ নিয়ে নিজের আপত্তির কথা জানাচ্ছিলেন। সেই সময় শোরুম-কর্মীদের আচরণের ভিডিও তিনি নিজের মোবাইলে রেকর্ড করারও চেষ্টা করেন। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। অভিযোগ, এরপরই শোরুমের প্রায় ১০ থেকে ১৫ জন কর্মী একসঙ্গে তাঁর সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করেন এবং মারধর করেন। পালটা শোরুমের তরফেও অভিযোগ করা হয়।

এরপর আহত তরুণ ও বাকিরা বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানান। পরিবারের লোক শোরুমে পৌঁছে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। অভিযোগ পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। কিন্তু শোরুমে থাকা বেশ কয়েকজন কর্মী সেসময় সেখান থেকে চলে যান বলে জানা গিয়েছে। জখম তরুণের দাবি, শোরুম কর্মীদের আচরণের ভিডিও পুলিশের কাছে প্রমাণ হিসেবে তুলে দেওয়া হবে। ভিডিওটির সত্যতা বিচার করা হবে ও ঘটনার তদন্ত হলে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে তরুণের পরিবারের দাবি, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

এদিকে, এই ঘটনায় শোরুম কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানার জন্য যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে এদিন সন্ধ্যায় শোরুম কর্তৃপক্ষ আবার ওই তরুণের নামে তাদের কর্মীকে মারধর করার পালটা অভিযোগ দায়ের করেছে।

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : আগেই বলেছিলেন সংসদীয় রাজনীতিকে বিদায় জানাবেন। আর ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছে নেই। বিধানসভা ভোটে প্রথমবার টিকিট পেয়ে ‘মা’-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল বিতর্কিত তৃণমূল নেতা তথা শিলিগুড়ির প্রাক্তন কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা। বিপুল ভোটে হারের পর নিজেকে গুটিয়ে নেন। দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ তো দূর, এলাকাতেও খুব বেশি দেখা মিলত না।

দেখা মিলল সোমবার সন্ধ্যায়। হাতে মাইক। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ফুলেশ্বরী রেলস্টেট বন্ধের বিরুদ্ধে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পথসভায় বক্তব্য রাখছেন। সেই সভায় ছিলেন গৌতম দেবও। মঙ্গলবার সেই রঞ্জন দাবি করলেন, পরিবারের সঙ্গে নাকি বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেসময় ফুলেশ্বরী রেলস্টেটে দলীয় নেতারা তাঁকে দেখে ডাক দেন। তিনি আন্দোলনে शामिल হন। এবং তিনিও যে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছেন, তা এদিন স্পষ্ট করেছেন। পুরভোটের প্রশ্নে রঞ্জন বলেন, ‘আগামী পুরভোটে দাঁড়াব কি না, এখনই বলতে পারছি না। ভোটে লড়ার ইচ্ছে নেই।’



ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছেন রঞ্জন শীলশর্মা।

এদিন শিলিগুড়ি আদালতে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। একটি মামলার হাজিরা ছিল। সেখানে রঞ্জনের সঙ্গে কথা হয় তাঁর ‘মা’ তথা বিধানসভা ভোটের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী শিখার। মায়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন বলে জানানেন রঞ্জন। তাঁর কথায়, ‘সম্পর্কের অবনতি ঘটেনি। তাতে কোনও দাগ পড়েনি। কেমন আছেন, খোঁজ নিয়েছি। এছাড়া, আর তেমন কথা হয়নি।’ শিখা অবশ্য এই সাক্ষাৎ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

দল ক্ষমতায় থাকাকালীন যারা দাপিয়ে রাজনীতি করতেন, হারের পর চার মাসের মধ্যে তাঁরা কার্যত নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। কেউ

পরে সংগঠনের একটি অংশের দায়িত্বের অফারও পেয়েছিলেন বলে কানায়ুষো শোনা যায়। তবে, আপাতত আর রাজনীতিতে জড়াতে চাইছেন না পাপিয়া। ইচ্ছে, এবার অন্তত রান্না শিখবেন, মন দেবেন সংসারে। দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভানেত্রী পাপিয়া যোথেকে দলের বিধানসভা ভোটে হারের পর শিলিগুড়িতে শেষ করে দেখা গিয়েছিল, মনে নেই কারও। বলাছিলেন, ‘মা-বাবার শরীর খারাপ। বাবাকে ছাড়া রাজনীতি ভাবতেই পারি না। সংসার, চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত। রাজনীতি আর ভালো লাগে না।’

মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি অরুণ ঘোষের বাড়ি নকশালবাড়ির বাবুপাড়ায়। ওপরতলায় যৌথ পরিবার থাকে। নীচের যে ভবনটি একদা লোকের ভিড়ে গমগম করত, অরুণের সঙ্গে দেখা করতে লোকের লাইন লেগে যেত। এখন দিনের অনেকটা সময় নীরবে একাই কাটিয়ে দিচ্ছেন। তবে তাঁর সঙ্গে দলের একাংশের কোনো যোগাযোগ রয়েছে বলে দাবি করছেন। বলছেন, ‘খুব প্রয়োজন না হলে বাড়ির বাইরে বের হই না। কয়েকজন মাঝেমাঝে দেখা করে যান।’ অরুণ জানানেন, রাজনীতি ছাড়বেন না তিনি। আরও কিছুদিন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে চাইছেন।

মহকুমার আরেক দাপুটে তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষ জমি মামলায় জামিন পেয়েছেন সম্প্রতি। শিলিগুড়িতে ক’টা দিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তৃণমূলের ফাঁসিদেওয়ান প্রাক্তন রুক সভাপতি আখতার আলিকে ভোটের ফলাফলের পর থেকে কোনো পাওয়া যাচ্ছে না। এলাকাতেও তাঁর দেখা মিলছে না বলে দাবি প্রতিবেশীদের। অথচ দলের বিরুদ্ধে গিয়ে একদা তাঁর রাজনৈতিক লড়াই নজর কেড়েছিল।

খড়িবাড়ির প্রাক্তন রুক সভাপতি তথা মহকুমা পরিষদের কমাধক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, নকশালবাড়ির প্রাক্তন রুক সভাপতি পৃথ্বী রায়কেও এলাকায় দেখা যাচ্ছে না সেভাবে। কিশোরী দাবি, ‘চাষাবাদ, ব্যবসা করতে হবে। রাজনীতিতে আপাতত আমি নেই।’

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন চেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও নিজেকে কার্যত ঘরবন্দি করে রেখেছেন। কয়েকদিন আগে অবধি ফোনে সাড়া দিচ্ছিলেন। বর্তমানে সেটা বন্ধ। অথচ স্বতন্ত্রতপন্থী অর্থাৎ গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূলের সভাপতি করা হয়েছিল তাঁকে। দায়িত্ব যোগাধার পর একটিবারও প্রকাশ্য কর্মসূচিতে দেখা যায়নি।

প্রধানকে ঘিরে বিজেপির ক্ষোভ

থোকন সাহা

বাগজোগরা, ২৯ সেপ্টেম্বর : লোয়ার বাগজোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তৃণমূল প্রধান মমতা বর্মনকে ঘিরে গোসাইপুর মণ্ডল কমিটি এবং মহিলা মোচার কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিজেপির দাবি, প্রধান, উপপ্রধান ও বাস্তবকার মিলে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা তহরুপ করেছেন। বিজেপি এদিন প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে অনড় ছিল। রাত ৮টা নাগাদ রুক প্রশাসনের তরফে বিজেপি নেতৃত্বকে বৃধবার বিকলে বিডিও অফিসে যেতে বলা হলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

বিক্ষোভের সময় অবশ্য উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বা কোনও পঞ্চায়েত সদস্যকে দেখা যায়নি। অভিযোগ, বিজেপির কর্মীরা প্রধানের চেয়ার কেড়ে নেন। উপপ্রধানের টেবিল-চেয়ার সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা প্রধান দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিকলে এক বিজেপির কর্মী একটি প্লাস্টিকের চেয়ার এনে প্রধানকে বসতে দেন। প্রধানের দাবি, ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে প্রকল্পের কাজ করা হয়েছে বিডিও অফিসের তত্ত্বাবধানে। আমরা প্রধান, উপপ্রধানের পদত্যাগ দাবি করছি।’

Advertisement for HICKS Nebulizer. It features a doctor examining a child with a nebulizer machine. Text includes: 'ডাক্তার নেবুলাইজার বললে? বেছে নিন HICKS', 'HICKS Nebulizer', 'বেছে নিন, যাকে ডাক্তাররা বিশ্বাস করেন।', 'ডারস -500- বছেরর', 'কালি ২? স্বাধীন! স্বাস নিতে কষ্ট', 'Healthier Breathing Happier Tomorrows', 'স্বাস্বাস্ত্যের নিশ্চয়তা', 'বিশ্বাসের নিশ্চয়তা'.

সেবা সেতু অভিযান

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের পাঁচটি বরো এলাকায় পৃথকভাবে সেবা সেতু অভিযান শুরু হতে চলেছে। অক্টোবর মাসের ২ থেকে ৪ তারিখ পর্যন্ত পৃথক পাঁচটি বরো এলাকায় শিবির হবে। এক নম্বর বরোর অধীনে বিবেকানন্দ হিন্দি প্রাইমারি স্কুলে শিবির বসবে। দুই নম্বর বরোর অধীনে শিবির হবে কিরণচন্দ্র ভবনে। একইভাবে তিন, চার ও পাঁচ নম্বর বরো এলাকার শিবিরগুলি হবে যথাক্রমে শিলিগুড়ি ইন্ডোর সেন্ট্রিয়াম, শ্যামাপ্রসাদ প্রাইমারি স্কুল ও পাটেশ্বরী জুনিয়র হাইস্কুলে।

কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : সাইকেল র‍্যালি থেকে বন্যপ্রাণীর করিডর সংরক্ষণ, সচেতনতা শিবির, সাপ উদ্ধার, নদী সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে বন্যপ্রাণ সপ্তাহে। ২ থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত কার্শিয়াং ও বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জে এই কর্মসূচি চলবে।

কুশপুতুল দাহ

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : মুখা নিবান কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবি জানাল এসইউসিআই (সি)। মঙ্গলবার সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির

তরফে বিক্ষোভ প্রদর্শনে জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুতুল দাহ করা হয়। বিজেপিকে জেতানোর জন্য চক্রান্ত করে নিবান কমিশনারের তরফে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলে এসইউসিআই (সি)-র অভিযোগ। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য।

আগমনী

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : আগাম আগমনী উৎসবের আয়োজন করল জগদীশ বিদ্যাপীঠ প্রাইমারি। মঙ্গলবার স্কুলে গান, নাচের মধ্য দিয়ে আগমনী অনুষ্ঠানে অংশ নেয় কচিকাচারী। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন নৃত্যগুরু সংগীতা চাকি। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা রায় ভৌমিক জানান, পড়াশোনার পাশাপাশি পড়ুয়ারা যাতে শারদোৎসব সম্পর্কে জানতে পারে, সেজন্য প্রতিবছর স্কুলে আয়োজন করা হয়।

পদযাত্রা

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : সেবায় আমার যোগদান কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রোড সেফটি ও ড্রাগস ফ্রি ইন্ডিয়া গড়তে প্রচারমূলক পদযাত্রায় অংশ নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার সকালে পুরনিগম চত্বর থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে হাসপাতাল মোড় হয়ে ফের পুরনিগমে পৌঁছে শেষ হয়। পদযাত্রায় পুরনিগমের সচিব

প্রবীণ অনুপ সোহ্রেং সহ অন্য কর্মীরা অংশ নেন।

ঝুলন্ত দেহ

চোপড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানার চোপড়ামারি গ্রামে মঙ্গলবার শোওয়ার ঘর থেকে এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম ফিরোজ আখতার (১৬)। সকালে পরিবারের সদস্যরা তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। দলুয়া রক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ওই কিশোরকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, কিছুদিন ধরে কিশোর মানসিক অবসাদে ভুগছিল।

Advertisement for Bajaj Pulsar 150cc. It features a motorcycle rider on a road. Text includes: 'নতুন Pulsar 150cc, নতুন অরতাবে। TFT-এর সঙ্গে।', '150cc-এর', '₹93,450/- থেকে শুরু', '5" TFT কনসোল', 'গুগল ম্যাপ সঙ্গে', 'হোমোশক সাসপেনশন', 'শুশিঙ্গেরা LED হেডল্যাম্প', '3-টি রাইড মোড', 'বিশেষ প্রাথমিক অফার পালসার রাইডিং জ্যাকেট পান*', 'বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য পালসার 150cc-এর রাইডিং মোডের অফার। পর্দাভিত্তিক প্রদর্শন।', 'BAJAJ', 'THE WORLD'S FAVOURITE INDIAN', 'pulsar DEFINITELY DARING'.

Footer section with QR code, logos for Flipkart, Amazon.in, 10 YEAR WARRANTY, BAJAJ SECURE, and contact information: 72198 21111. It also lists authorized dealers for Bajaj Auto Ltd. in Siliguri and other locations.

টোল প্লাজায় হাতহাতি

নকশালবাড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : টোল নিয়ে বচসার জেরে আহত হলেন এক টোলকর্মী। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত দুই নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের হাতিঘিসা টোল প্লাজায়। এদিন সিকিম নম্বরের একটি গাড়ি শিলিগুড়ি থেকে নকশালবাড়ি যাওয়ার পথে হাতিঘিসা টোল প্লাজায় এসে দাঁড়ালে টোলকর্মীদের সঙ্গে ঝামেলা বাধে বলে অভিযোগ। ঝামেলার সূত্রপাত টোল ট্যাক্স চাওয়াকে কেন্দ্র করে।

কালিম্পাংয়ের এক বাসিন্দা তাঁর পরিবারের সঙ্গে ব্যবসায়িক সূত্রে নেপালের দিকে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গাড়িতে ফাস্ট ট্যাগ না থাকায় নগদে টোল ট্যাক্স পেমেট করতে চান ওই ব্যবসায়ী। এর বদলে টোলকর্মীদের কাছ থেকে মানি রিসিস্ট কপি চান ওই ভদ্রলোক। কিন্তু টোল প্লাজায় থাকা কর্মীরা নগদ পেমেটের কোনও রিসিস্ট কপি দিতে অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ। সেসময়ে গাড়িতে বসে থাকা ওই ব্যবসায়ীর মেয়ে মোবাইল ফোন বের করে ভিডিও করতে শুরু করেন।

অভিযোগ উঠেছে, টোল প্লাজায় বসে থাকা এক মহিলা কর্মী গাড়ির ভেতর থেকে ওই মহিলার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে পালানো চেষ্টা করেন। মোবাইল নিতে বাইরে বেরিয়ে আসেন ওই ব্যবসায়ীর মেয়ে। দুজনের মধ্যে হাতহাতি শুরু হয়ে যায়। গোটা ঘটনাটি সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়েছে। শেষে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ও স্থানীয় বিজেপির কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ওই ব্যবসায়ী বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের খুবই ঘনিষ্ঠ বলে জানা গিয়েছে।

টোলকর্মী রূপালি সিংহ আহত অবস্থায় নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। হাতিঘিসা টোল প্লাজার ম্যানেজার পাণ্ডু আনসারি বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। রূপালিকে প্রশ্ন করা হলেও তিনিও কোনও মন্তব্য করতে চাননি। নকশালবাড়ি থানার ওসি অজয় সিং জানিয়েছেন, হাতিঘিসা টোল প্লাজায় মারামারির ঘটনায় দুই পক্ষের অভিযোগ থানায় জমা পড়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।



পাঠকের লেঙ্গে 8597258697 picforubs@gmail.com শরতের দুপুরে।। কলকাতার কাছে নিউটাউনে ছবিটি তুলেছেন অশোক মল্লিক।

বিপাকে রামভজন

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : আবাস যোজনার প্রকল্পে অযোগ্যদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার মামলায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র-পরিষদ রামভজন মাহাতো আগাম জামিন পেলেন না। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেক্ষে বিচারপতি রাজশেখর মাস্তার বেক্ষ রামভজনের আগাম জামিনের আবেদন নাকচ করে। রামভজন সপ্তিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন বলে তাঁর আইনজীবী দেবাশিস মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেক্ষে সরকারপক্ষের আইনজীবী

অভ্যজ্যোতি দাস জানান, রামভজনের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বরাদ্দ অযোগ্যদের পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এরপর একে একে উপভোক্তাদের শিলিগুড়ি পুরনিগমে টাকা ফেরত দিতে দেখা যায়। অভ্যজ্যোতির দাবি, যারা টাকা ফেরত দিয়েছেন তারা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার অযোগ্য ছিলেন।

নাহলে তারা টাকা ফেরত দিতেন না বলে তাঁর দাবি। যারা টাকা ফেরত দিয়েছিলেন, রামভজনই তাঁদের কয়েকজনকে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা

করে দিয়েছিলেন। অভ্যজ্যোতি বলেন, ‘রামভজনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে। আর সেই কারণেই বিচারপতি তাঁর আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেননি।’ অন্যদিকে, রামভজনের আইনজীবী দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘যারা টাকা ফেরত দিচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে রামভজনের বিরুদ্ধে ওঠা

মিলল না আগাম জামিন

অভিযোগের কোনও মিল নেই। কেউ কেন টাকা ফেরত দিচ্ছেন সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়।’ তবে রামভজন সপ্তিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

চম্পাসারির বাসিন্দা বিক্রান্ত বিমল ১০ জুলাই প্রধানগর থানায় তৃণমূলের এই প্রাক্তন মেয়র-পরিষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। রামভজনের বিরুদ্ধে ২০১৬-’১৭ সালে আবাস যোজনা প্রকল্পে অযোগ্যদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তখন তিনি

অব্যর্থ পুরনিগমের বাম বোর্ডের ডেপুটি মেয়র ছিলেন। সেজন্য তিনি কার্টম্যানিও নিয়েছিলেন বলে দাবি। অভিযোগ, প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া অনেকেই পাকাবাড়ি রয়েছে। নিয়ম ভেঙে তাঁদের প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এমন অনিয়ম মেনে নেওয়া যায় না বলে বাম নেতাদের অনেকে জানিয়েছিলেন। যে সময় ঘটনাটি ঘটে অশোক ভট্টাচার্য তখন মেয়র। তাঁর সময়কালেই কী করে ডেপুটি মেয়র এমন ঘটনা ঘটান প্রশ্ন করা হলে প্রাক্তন মেয়রের বক্তব্য, ‘অপরায়িত করার পর কোনও কারণে হয়তো উনি ধরা পড়েননি। অন্যান্য থেকে বাঁচতে উনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেও পার পেলেন না। আইন আইনের পথে চলবে। অন্যান্য করে থাকলে কেউই ছাড় পাবে না।’ অভিযোগ দায়েরের পর মামলাটি শিলিগুড়ি আদালতে ওঠে। আদালত রামভজনকে তদন্তে সহযোগিতা করার কথা বললেও তা করা হয়নি বলে তদন্তকারীদের দাবি। মোবাইল বন্ধ থাকায় মঙ্গলবার রামভজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

ভুয়ো উকিল সন্দেহে আটক

ইসলামপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর মহকুমা আদালতে ফের ভুয়ো উকিল সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার ইসলামপুর মহকুমা আদালত চত্বরে ঘটনাটি ঘটে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইসলামপুর বার আসোসিয়েশনের সদস্যরা এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনক অবস্থায় আদালত চত্বরে ঘুরপাক খেতে দেখেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি নিজের পরিচয়ের সপক্ষে কোনও আই কার্ড বা প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে পারেননি। তাঁর কথাবাতাতেও অসংগতি লক্ষ করেন বার আসোসিয়েশনের সদস্যরা। বিষয়টি ইসলামপুর থানায় জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে আটক করে। তিনি সত্যিই ভুয়ো আইনজীবী কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বার আসোসিয়েশনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ ববি বলেছেন, ‘ভুয়ো আইনজীবীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।’ এর আগেও আদালত চত্বরে ভুয়ো আইনজীবী সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বার আসোসিয়েশনের সদস্যরা।

পুলিশের জালে

বাগডোগরা, ২৯ সেপ্টেম্বর : বিলাসবহুল গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে ২৯২ গ্রাম মাদক সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল বাগডোগরা থানার পিসি পাটি এবং এসওজির একটি যৌথ দল। ধৃতরা হলেন নকশালবাড়ির তোতারানকোজের বাসিন্দা মহম্মদ এনামুল ও সেগাম খাতুন এবং মালদার কালিয়াচকের তারাপদ মণ্ডল। এসআই দেবরত কুণ্ডুর নেতৃত্বে দলটি বাগডোগরার জংলিবাবা মোড়ের কাছে সন্দেহভাজন গাড়িটিকে আটক করে। গেজেটেড অফিসারের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালাতেই মাদক সহ ৩টি মোবাইল ফোন এবং নগদ ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮০০ টাকা পাওয়া যায়। মনে করা হচ্ছে, বাজোয়া মাদক কালিয়াচক থেকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং বাগডোগরায় হাতবদল হওয়ার কথা ছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। বুধবার ধৃতদের আদালতে পাঠানো হবে।

কমল ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : রাজ্যজুড়ে কমতে চলেছে সহায়কমূল্যে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা। খাদ্য দপ্তর সূত্রে খবর, গত বছরগুলির তুলনায় এ বছর কমপক্ষে ৩০-৩৫ শতাংশ ধান কম কেনা হতে পারে। জেলাগুলিতেও সেভাবে প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রার হিসাব পাঠানো হয়েছে। তবে খাদ্য দপ্তরের অধিকারিকদের আশঙ্কা, এর বড় প্রভাব পড়তে পারে চাষিদের উপর। এতদিন যে চাষি সবেচি ৯০ কুইন্টাল ধান সহায়কমূল্যে বিক্রি করতে পারতেন। এবার সেই পরিমাণ কমলে বাকি ধান বিক্রির জন্য তাঁদের খোলা বাজার কিংবা ফড়দের উপরই নির্ভর করতে হবে না তো? তবে এতদিন সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার সহায়কমূল্যে চাষিদের থেকে ধান

আরকেএসওয়াই-ই কেন্দ্রীয় র্যাশন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এক কথায় চাহিদা অনুযায়ী জোগানের পথে হটিতে চাইছে সরকার। চাষিদের সঠিক মূল্য দেওয়ার রক্ষা করতেই মূলত সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু করেছিল রাজ্য সরকার। ফলে সরকার ধান কেনার পরিমাণ কমিয়ে দিলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারে চাষিরা। চাষিরা এতদিন কয়েক ধাপে মোট ৯০ কুইন্টাল ধান সহায়কমূল্যে বিক্রি করতে পারতেন। এবার সেই পরিমাণ কমলে বাকি ধান বিক্রির জন্য তাঁদের খোলা বাজার কিংবা ফড়দের উপরই নির্ভর করতে হবে না তো? তবে এতদিন সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার সহায়কমূল্যে চাষিদের থেকে ধান

সমস্যায় পড়তে পারেন চাষিরা

ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা কমার কারণ হিসাবে অধিকারিকদের একাংশ জানাচ্ছেন, র্যাশন বিলিবার্টন ব্যবস্থায় এতদিন কেন্দ্রীয় নিয়ম কার্যকর হয়নি এ রাজ্যে। রাজ্যে নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার ফলে বেশকিছু অবৈধ র্যাশন কার্ড বাতিল হচ্ছে। পাশাপাশি র্যাশন নিতে আগ্রহী নন যারা, তাঁরা জেনারেল র্যাশন কার্ড (শুধু আই কার্ড হিসাবে ব্যবহার যোগ্য) রাখছেন। ফলে উপভোক্তার সংখ্যা কমছে। খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সূত্রে খবর, আগামীদিনে শুধু কেন্দ্রীয় র্যাশন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত সাধারণের জন্য বরাদ্দ চালের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ধান কিনবে সরকার। এই আওতায় রয়েছে এএওয়াই, এসপিএইচএইচ, পিএইচএইচ কার্ড। অথবা রাজ্যের র্যাশন ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল উপভোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ধান কেনা থেকে দূরে বছরগুলির তুলনায় অনেকটা কম। সঠিক তথ্য পেলে আরও ভালোভাবে

চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত সারদাপল্লি শিবমন্দির এলাকায় একজন অবসরপ্রাপ্ত ডিএসপির বাড়িতে চুরির ঘটনার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। সোমবার রাতে ধীরজ শা ওরফে বাগ্নাকে (২৪) গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার শক্তিনগর এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৬ অগাস্ট অবসরপ্রাপ্ত ডিএসপি হেমন্ত দাস মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, কিছু কাজের জন্য তিনি ২৩ অগাস্ট বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন। এরপর ২৬ অগাস্ট বাড়ি ফিরে তিনি দেখতে পান, তাঁর ঘরের দরজা ভাঙা। বেশ কিছু পিতল ও কাসার সামগ্রীর পাশাপাশি নগদ ২ হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলেও জানান তিনি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ জানতে পারে, ঘটনার আগের দিন দুপুরে অভিযুক্ত ওই বাড়ির আশপাশে রেহীক করেছিলেন। জেরায় অভিযুক্ত চুরির অভিযোগ স্বীকার করেছেন বলে খবর পুলিশ সূত্রে। ধীরজের বিরুদ্ধে আরও বেশ কিছু অভিযোগ আছে বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ধৃতকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। চুরি যাওয়া সামগ্রীর খোঁজ এবং এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা জানতে তদন্ত চলছে।

অবস্থান

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : ২০২৫ সালে সংসদে পাশ হওয়া পেনশন নীতি প্রত্যাহার, পেনশনের সঙ্গে ৫২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা যুক্ত করা এবং প্রবীণ নাগরিকদের রেল ও বিমান টিকিটে ৫০ শতাংশ ছাড় পুনর্বণ্টন সহ ১২ দফা দাবিতে মঙ্গলবার দুপুর থেকে বুধবার সকাল ১০টা পর্যন্ত গণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পেনশনসমি সমিতির দার্জিলিং জেলা শাখা। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে নেতাঞ্জি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির পাদদেশে এই কর্মসূচি শুরু হয়। জেলা সম্পাদক অশোক গোস্বামী বলেন, ‘এই দাবিপত্র আমরা জেলা শাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাব।’

মাটির সঙ্গে চার দশকের সম্পর্ক



মনজুর আলম

চোপড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর : পূজো যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে কাজের চাপ। রাত জেগে কাজ করছেন ছবি ও শেফালি। শুধু তাঁরা একা নন। লড়াই করছেন আরও অনেকে। ধূসর কাদামাখা দুই হাতের তালুর ছোঁয়ায় তৈরি করে চলেছেন একের পর এক প্রদীপ, ফট, অপুদানি। কেউ শুধু প্রদীপ বানাচ্ছেন, কেউ আবার একসঙ্গে তৈরি করছেন পূজোর কাজে ব্যবহৃত নানা সামগ্রী। রাত গভীর হলেও থামছে না তাঁদের হাত। চোপড়ার কালাগছ ও সংলগ্ন এলাকার মহিলা মৃৎশিল্পীদের ঘরে ঘরে এখন এমনই ব্যস্ততার ছবি-মাটির সঙ্গে লড়াই করে পূজোর সাজ সম্পূর্ণ করার প্রস্তুতি।

কালাগছের ছবি পালের সঙ্গে

মাটির সম্পর্ক দীর্ঘ চার দশকের।

চাষের জমি নেই, নেই অন্য কোনও



পূজোর জন্য মাটির পসরা সাজাতে ব্যস্ত। চোপড়ায়।

স্বামী আয়ের পথও। মাটির সামগ্রী তৈরি করেই তাঁর আয়। ধূপদানি, ঘট, প্রদীপ, পঞ্চপ্রদীপ, মঙ্গলঘট, কলসি সহ পূজোর নানা সামগ্রী তৈরি করছেন তিনি। স্বামী জিতেন পাল সেসব সোনাপুর হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেন। এছাড়া বিভিন্ন পূজো কমিটি ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর বাড়িতে এসে সামগ্রী কিনে নিয়ে যায়।

কথা প্রসঙ্গে তিনি কাজ শেখার

ব্যাপারে জানান। ছবির কথায়, ‘আমার বাবাও মৃৎশিল্পী ছিলেন। তাঁর থেকেই এই কাজ শিখেছি। বিয়ের পরে সংসারের হাল ধরতে সেই কাজই শুরু করি। প্রায় ৪০ বছর হয়ে গেল এই কাজ করছি।’

ছবি জানানো, পূজোর প্রায় দু’মাস আগে থেকে কাজের চাপ বাড়ে।

মহালয়ার পর চাহিদা আরও বাড়ে।

বছরে ছয় থেকে সাত গাড়ি মাটি এনে

তা দিয়েই চলে সারা বছরের কাজ।

দুর্গাপূজো মিটলেই আবার দীপাবলির

কাজ শুরু হয়। কালীপূজোয় প্রায় ১০

হাজার প্রদীপ তৈরি চাপ থাকে।

তার বড় বোন শেফালি পালও

এই কাজ করছেন। থাকেনও একই

পাড়ায়। চার বছর আগে স্বামীর মৃত্যুর

পর একাই সবকিছু সামলাচ্ছেন।

সপ্তাহে দু’দিন হাটে দোকান দেওয়া

থেকে জিনিস তৈরি সবই করেন

নিজের হাতে। ছেলে অন্য ব্যবসায়

যুক্ত। কাজ ছাড়তে বললেও দীর্ঘদিনের

সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেননি। শেফালি

বলছেন, ‘সারা বছর মাটির সামগ্রী

তৈরি করি। আলাদাভাবে দীপাবলির

প্রদীপও তৈরি করতে হয়।’ তাঁর তৈরি

প্রদীপ ভিনরাজ্যেও পাড়ি দিচ্ছে।

সুভাষনগরের জয়ন্তী পালের বাড়িও

কার্যত মাটির সামগ্রী তৈরির ছোট

কারখানা। ব্যবসায়ীরা তাঁর বাড়িতে



কুমোরটুলিতে তুলির টান। মঙ্গলবার হাকিমপাড়ায়। ছবি : সুদর্শন

বৈষম্যের আখ্যান নিয়ে শহরের উপকথা

মণ্ডপ তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন তমলুক থেকে আসা শিল্পী সৃজন ঘোষ। তাঁর কথায়, ‘আমি কোনও চাকরিত্য দিয়ে এই যন্ত্রণা চাকতে চাই না। আলো না থাকলে যেমন অন্ধকারকে বোঝা যায় না, ঠিক তেমনই উড়ালপুল, তার ওপর চলমান গাড়ি-এইসব উন্নয়নের প্রতীকের নিরিখেই প্রকট হয়ে উঠবে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন-যন্ত্রণা।’

মণ্ডপসজ্জায় তিনি ব্যবহার করছেন অতি

সাধারণ, ফেলে দেওয়া উপকরণ, প্রধানত

করাগেটেড টিন, প্লাইউড, ফাইবার, বড় ও মাটি

দিয়ে তৈরি সামগ্রী। টিনের জোড়া লাগানো ঘর,

অর্ধেক ভাঙা বেড়া, মাটির উন্নন- এসব দিয়েই ফুটে

উঠবে সমাজের প্রান্তিক মানুষের রোখাচিত্র। কোথাও

হয়তো দেখা যাবে একটি টিনের চালের নীচে লষ্ঠন

জ্বলছে, আর তার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে বাঁ

চকচকে উড়ালপুল।

এই আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বকে আলোকসজ্জায় আরও জীবন্ত করে তুলবেন খড়িবাড়ির প্রখ্যাত আলোকশিল্পী ছবি সরকার। শিলিগুড়ির কুমারটুলির শিল্পী বিনয় পাল গুড়বেন সার্বকি এককালার প্রতীমা। জৌলুসহীন, আড়ম্বরহীন কিন্তু মমতাময়ী। যেন তিনি এই শহরের সব রকম, পরিপ্রান্ত মানুষের মা।

পূজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক পৃথ্বা গুহ মুন্সির কথায়, ‘৭০ ফুট উঁচু এই মণ্ডপের উদ্বোধন হবে

চতুর্থীতে। প্ল্যানিটাম জুড়িলি বলে এবার আয়োজনও

বেশি। দশমী পর্যন্ত প্রতিদিন থাকবে সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে অসমের

বিহু নৃত্য।’

বাংলার সংস্কৃতির ছাপ মণ্ডপের অন্দরমহলে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : বাংলার মাটির শিকড়ের টান অনুভব হবে পূজোমণ্ডপে। বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে মাটির যোগ প্রাচীন। গ্রামবাংলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে হস্তশিল্পের বহু ধরনের নিখুঁত কাজ। সেইসব শিল্পকর্মই এবার ফুটিয়ে তোলা হবে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পূজোমণ্ডপে।

টুকলেই মাটির সৌন্দ

গন্ধ অনুভব করতে

পারবেন দর্শনাধীরা।

বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে

থাকছে মৃৎশিল্পীদের

হাতে সরা, ঘট তৈরির

নানা মুহূর্তের দৃশ্যও।

পূজোর প্রস্তুতিতে

এখন ঘুম উড়েছে

উদ্যোক্তাদের।

পূজোর ৫৭তম বর্ষে ক্লাবের এবারের থিম ‘বাংলার মাটি ও শিল্প’। মাটির সরা, ঘট, গ্লাস ও প্রদীপ দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে মণ্ডপের অন্দরমহল। প্যাভেলের ভেতরে ঢুকলেই মাটির সৌন্দা গন্ধ অনুভব করতে পারবেন দর্শনাধীরা। মণ্ডপে নস্টালজিয়া তৈরি করা এই থিম ফুটিয়ে তুলতে দিনরাত পরিশ্রম করছেন থিমমেকার স্বপন বসাক ও অচিন্তা দাস। মণ্ডপের এই কাজ নিয়ে স্বপন বলেন, ‘বাংলার কৃষ্টি মণ্ডপে ফুটিয়ে তুলতে প্রতিটি

কাজ নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করা হয়েছে। সারার ওপরে শিল্পীরা কলকা

রয়েছেন। টেরাকোটার আদলে বিভিন্ন

মডেল দিয়ে মণ্ডপের ভেতর ও বাইরে

সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।’

এখন পূজোর প্রস্তুতিতে

শিল্পীদের ঘুম উড়েছে, প্রবল ব্যস্ততা

উদ্যোক্তাদেরও। দর্শনাধীদের

আদলে তৈরি দুর্গা প্রতিমা দেখতে

পাবেন। আর মণ্ডপের ভেতরে থাকবে

সাবেক ডাকের সাজের প্রতিমা।

মণ্ডপের ভেতরে ঢুকলেই দেখা যাবে

আরেকটি বড় ঘট, যেখানে ফুটিয়ে

তোলা হয়েছে মৃৎশিল্পীদের হাতে

সরা, ঘট তৈরির বিভিন্ন মুহূর্তের

ছবি। রংতুলির মাধ্যমে প্রতিটি সারায়

কলকা ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পীরা।

বাংলার মৃৎশিল্পীদের কাজ কতটা

নিখুঁত ও সুন্দর, তা দর্শনাধীরা এই

মণ্ডপে দেখতে পারেন। ক্লাব সম্পাদক

নির্মলকুমার পালের কথায়, ‘প্রতিবছর

আমরা পূজোর থিমের মাধ্যমে একটা

সামাজিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করি।

জুলাই মাস থেকে মণ্ডপ তৈরির কাজ

শুরু হয়েছে। মণ্ডপের ভেতরে প্রতিটি

জিনিস শিল্পীরা নিজের হাতে একে

ফুটিয়ে তুলেছেন। ১২ অক্টোবর এই

পূজোর উদ্বোধনের পর দর্শনাধীরা

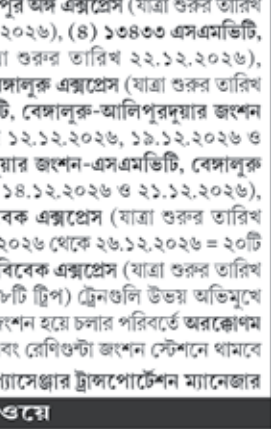
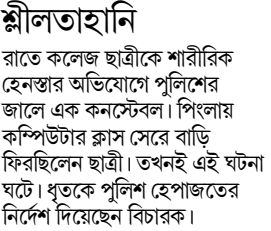
মণ্ডপের ভেতরে প্রবেশ করতে

পারবেন।’ উদ্বোধনে বাঙালির ঐতিহ্য

তুলে ধরা হবে বলে উদ্যোক্তারা

জানিয়েছেন।

হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপসজ্জায় শিল্পীরা।



এসে আনুষ্ঠানিকভাবে কোয়েলকে
হাজিরের পতাকা ধরতে হবে। ও
হাজিরের মনোনিয়ন জমা
দেওয়া যাবে তারিখ। সুতরাং খবর, ও আন্তর্জাতিক
মনোনিয়ন জমা দিতে পারেন বিজ্ঞাপন
খ্যাতি। মনোনিয়ন পরীক্ষা হবে
হাজিরের ওই প্রত্যাখারের শেষাংশ
আন্তর্জাতিক এবং আসনে দ্বিতীয়
কানেকান ও প্রার্থী মনোনিয়ন জমা না দিলে
উভয়দিকের প্রশ্ন থাকবে না। সেক্ষেত্রে
ও আন্তর্জাতিক ফিল্ম দোর পর জয়ী
খ্যাতি নাম ঘোষণা ও তাহে শংসাপত্র
হবে মেজা হবে বিধানসভায়
নিচিলাপন থেকে। বিজ্ঞাপন প্রার্থী
হবে কোয়েল রাজ্যসভায় গেলে
এক থেকে রাজ্যসভায় বিজ্ঞাপন
বন্দ সখা হবে ৭।

[illegible]



শিক্ষায় সম্ভ্রাস

জ্ঞানের বদলে যেন হিংসার চর্চা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে উঠেছে বিশৃঙ্খলার আঁড়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট সেই বিশৃঙ্খলার দুটি বড় উদাহরণ মাত্র। বাংলার আনাচে-কানাচে বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে প্রায় কোজ নেরাজের ছবি ধরা পড়ছে। সর্বশেষ জলপাইগুড়ির একটি কলেজে অত্যাচারের অতিষ্ঠ হয়ে এক ছাত্রের ক্লাসরুমে গিয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা শিউরে ওঠার মতো ঘটনা। যাতে মূলত ছাত্র-শিক্ষক, আবাসিকদের সঙ্গে বহিরাগতদের সংঘাত চোখে পড়ছে।

এই বহিরাগতরা আপাতদৃষ্টিতে দূর্বৃত্ত নয়। সকলেই হয় বিজেপির পতাকা কিংবা সংঘ পরিবারের কোনও সংগঠনের নাম নিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবাদী পড়ুয়াদের কোথাও পাকিস্তানের দালাল, কোথাও দেশদ্রোহী বা সনাতন বিরোধী বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ জায়গায় হামলার নেপথ্যে বামপন্থীদের উৎখাতের পরিকল্পনা স্পষ্ট। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

বিভিন্ন ধারার বামপন্থী পড়ুয়া দীর্ঘদিন যাদবপুরে আধিপত্য করে আসলে। তাদের দাপট মমতা বন্দোপাধ্যায়ের রাজত্বেও কখনও তুণমূল ছাত্র পরিষদ খাপ খুলতে পারেনি। জমানা বদলেও যাদবপুরে লাল ঘরানা বহালতরিয়েতে থেকে গিয়েছে। বিজেপি জমানা প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলার সমস্ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের ওপর প্রভাব বিস্তারের ব্যাপি নিয়ে পড়েছে গেরুয়া শিবির। মুখে বলা হচ্ছে, বিজেপির কোনও ছাত্র শাখা নেই। কিন্তু আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ আসলে সার্বিক সংঘ পরিবারের হয়ে কাজ করছে।

বিজেপি নেতৃত্ব খোলাখুলি এইসব কর্মকাণ্ডের সমর্থনে এগিয়ে আসছে। এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যাদবপুরের মাটিতে দাড়িয়ে স্পষ্ট করেছেন, কমিউনিস্টদের উৎখাত করাই তাদের লক্ষ্য। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ঘটনায় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আবার পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করেছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, সচেতন, রাজনীতি থেকে দূরে কিন্তু নিরপেক্ষ মানসিকতাই গেরুয়া শিবিরের কাছে হয়ে উঠেছে দেশদ্রোহিত্য।

সেই দেশদ্রোহীদের কখনও দিমাণী নকশাল বা টুকরে টুকরে গ্যাং তকমা দেওয়ার প্রণয়ণাট শুরু করেছেন খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই তত্ত্ব বাংলায় যেভাবে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে, তাতে বামদের পাশাপাশি সচেতন তরুণ প্রজন্মকে নিশানা করার লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যারা ঘোষিত বামপন্থী, তাদের ওপর হেনসাত, অত্যাচারের নেত্র আসছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মারধর পর্বত বাদ যাচ্ছে না।

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটে প্রতিবাদী পড়ুয়াদের প্রকাশে লাথি মারার ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। যা বহিরাগতদের উদ্দেশ্যের প্রতিফলন। বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ নামাঙ্কিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ওই প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাগৃহে আরএসএস প্রভাবিত একটি সংগঠনের কর্মসূচির প্রতিবাদ করেছিলেন পড়ুয়ারা। ওই প্রতিবাদ নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু ওই প্রতিবাদের অধিকার পড়ুয়াদের আছে। ওই বিরোধ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু আক্রমণ করা পুরোপুরি অমৈতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস।

জলপাইগুড়ির এতিহ্যবাহী আনন্দ চন্দ্র কলেজে এবিডিপি-র হাতে বারবার আক্রান্ত হয়ে এক এসএফআই সদস্য ক্লাসরুমে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। কলেজ ক্যাম্পাসে তাঁকে বারবার মারধর স্পষ্ট বামপন্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উৎখাত করার পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তৎপরতা চালানো হচ্ছে। যার ফলে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। যাদবপুরের মতো উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গবেষণা ব্যাহত হচ্ছে।

দিনেমা নিয়ে অনেক উচ্চমানের গবেষণা হয়ে থাকে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটে। নেরাজের পরিবেশ তৈরি হলে সেই প্রতিষ্ঠানের সুনামকে কালি লাগার সম্ভাবনা যোলোআনা। নিবান হলে তাতে অশে নিয়ে ছাত্র সংসদ দখল কিংবা পড়ুয়াদের প্রভাবিত করতে ছাত্র সংসদের ব্যবহারের অধিকার সকলের আছে। এবিডিপি বা অন্য গেরুয়া মনস্ক সংগঠনের নিষেধাই আছে। কিন্তু জোর করে ভিন্নমনস্কদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উৎখাতের এই প্রক্রিয়া পুরোপুরি অন্যায়। জ্ঞানচোর তীর্থে নেরাজ নেব নেব চ।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে যেহেতু পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিমের বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, তাবের সমাক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মান্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈশাটিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিশ্রমীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

—স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

জোড়াতালির অর্থনীতিতে প্রযুক্তি অনীহা

আর্থিক বৃদ্ধির গালভরা পরিসংখ্যানে আমরা যতই আত্মহারা হই না কেন, গবেষণায় কর্পোরেট দুনিয়ার চরম কৃপণতা চোখে আঁড়ুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—আমরা আজও কেবল প্রযুক্তির ক্রোতা, স্রষ্টা নই।

দীপংকর হালদার



টাকা দিচ্ছি, তোমরা নতুন কিছু বানাও। কিন্তু আমাদের দেশের কর্পোরেট বাবুদের আসল সমস্যা হল, তাঁরা দীর্ঘমেয়াদি কোনও বৃদ্ধি নিচ্ছে চান না। গবেষণা এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে আজ টাকা ঢাললে কাল সকালেই মুনাফা ঘরে আসবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর মেধা, সময় ও অপরিমীম খরচের। ঠিক এখানেই ভারতের বেসরকারি সংস্থাগুলো পিছিয়ে পড়ে। তারা চায় চটজলদি মুনাফা। বিদেশি প্রযুক্তি কিনে এনে, তাতে সামান্য রং চড়িয়ে বা এদেশীয় মোড়কে মুড়ে বাজারে ছেড়ে দিয়েই তারা তুষ্ট থাকতে ভালোবাসে।

ঠিক এই জায়গাতেই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শিকাগাট লুকিয়ে আছে চিনের উত্থানের ইতিহাসে। চিনের আজকের এই চৌখর্থাধানে অর্থনৈতিক উত্থান কিন্তু একদিনে হয়নি। শুরুতেই চিনের কোম্পানিগুলো

মহাকাশ বা প্রতিরক্ষা গবেষণায় সরকার কোটি কোটি টাকা ঢাললেও দেশের তাবড় কর্পোরেট সংস্থাগুলো গবেষণায় লগ্নি করতে আজও নারাজ। অন্যের আবিষ্কার করা প্রযুক্তি ধার করে আর যাই হোক, সাময়িক মুনাফা লোটা যায়, কিন্তু বিশ্বশক্তি হওয়া যায় না। চিনকে টেক্সা দিতে হলে ভারতকে এখন শুধু প্রযুক্তি ব্যবহারকারী নয়, বরং প্রযুক্তির জন্মদাতা হয়ে উঠতে হবে। গবেষণায় অনীহা না কমালে আগামীদিনে বড় মূল্য চোকাতে হবে।

রাতারাতি সবকিছু নিজেদের কারখানায় বানিয়ে ফেলেনি। তারা একটা অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং ধাপে ধাপে এগোনো নীতি নিয়েছিল। প্রথম ধাপে তারা বিদেশি বিনিয়োগ টেনে এনেছে, বিদেশি যন্ত্রপাতি কিনেছে, লাইসেন্স বা চুক্তিভিত্তিক কাজ করেছে এবং বহুজাতিক সংস্থাকুলার কাছ থেকে প্রযুক্তি ধার করে কাজ শিখেছে। কিন্তু তারা এখানেই থেমে থাকেনি।

চিনের মূল নীতি ছিল চারটে শব্দের—গ্রহণ, রপ্ত করা, উন্নতিসাধন এবং উদ্ভাবন। প্রথমে তারা বিদেশি প্রযুক্তি গ্রহণ করল। তারপর সেই প্রযুক্তিকে নিজেদের মতো করে নিখুঁতভাবে রপ্ত করল। এরপর সেই পুরোনো প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করেই আরও নতুন কিছু উন্নতিসাধন করল। আর একেবারে শেষ

দেয়। গবেষণায় টাকা ঢালা মানেরই যে সেখান থেকে নোবেল পুরস্কার জেতার মতো কোনও আবিষ্কার হতে হবে বা নতুন কোনও আইফোন বানিয়ে ফেলতে হবে, তা কিন্তু নয়। গবেষণার আসল উদ্দেশ্য হল—নিজেদের তৈরি পণ্যকে আরও উন্নত করা, উৎপাদনের খরচ কমানো, নিজেরের মেধাস্বত্ব বা পেটেন্ট তৈরি করা এবং বাজারে নতুন পণ্য দ্রুত নিয়ে আসা। এর ফলে ব্যবসার মান বাড়ে এবং দেশ আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়।

গবেষণায় টাকা ঢাললে যে তার সফল পাওয়া যায়, এটা প্রমাণিত সত্য। তবে মুশকিল হল, এই সফল মাজিকের মতো রাতারাতি মেলে না। এর জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা লাগে। আর সেই মানসিকতারই বড় অভাব আমাদের দেশের বেশিরভাগ বেসরকারি সংস্থা মध्ये। তারা মনে করে, আমেরিকা বা দক্ষিণ কোরিয়া গবেষণায় কত টাকা খরচ করছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদেরও শুধু বাজেটের অঙ্কটা বাড়ালেই বৃদ্ধি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে অঙ্কটা এত সহজ নয়।

আমাদের দেশের নীতিনির্ধারক এবং শিল্পপতিদের এখন একটা অত্যন্ত বাস্তবমুখী শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। সরকার হয়তো গবেষণাগার তৈরি করে দিতে পারে, বিজ্ঞানের বুনয়াদি কাঠামো গড়ে তুলতে পারে। বিদেশি প্রযুক্তি আমাদের কাজ শেখার গতি বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু সেই লব্ধ জ্ঞানকে বাণিজ্যিকভাবে সফল করা, তাকে বড় আকারে বাজারে আনা এবং শেষপর্যন্ত তাকে আরও উন্নত করার দায়িত্ব দেশের বেসরকারি শিল্পক্ষেত্রেই নিতে হবে।

ভারতকে এখন এমন এক নতুন মডেলে প্রবেশ করতে হবে যেখানে প্রযুক্তির ঝুঁকিটা শুধু সরকার একা নেবে না। সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্পোরেট সংস্থা—এই তিন পক্ষকেই কাঁধে কাঁধ দিলেই সেই বৃদ্ধির ভাগিদার হতে হবে। চিনের সেই পুরোনো অতীত পরীক্ষিত স্ট্রাটজি আমাদের নতুন করে কাজ লাগতে হবে—অথমে অন্যের থেকে শেখা, তারপর তাকে হজম করো, এরপর তার উন্নতি করো এবং সবশেষে নিজেরা নতুন কিছু র জন্ম দাও।

ভারত ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে যে, বিশ্বমানের গবেষণায় নেতৃত্ব না দিয়েও একটা দেশ আর্থিক দিক থেকে ফুলেফেঁপে উঠতে পারে। আমাদের মেধা আছে, সজ্ঞায় শ্রম আছে এবং একটা বিশাল বাজার আছে। কিন্তু এখন আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল—আমরা কি আজীবন গ্লোবাল প্রযুক্তির একজন অনুগত ক্রোতা হয়েই থাকব? নাকি আমাদের দেশের কোম্পানিগুলো গবেষণায় বিনিয়োগ করে এমন সব নতুন প্রযুক্তির জন্ম দেবে, যা কেনার জন্য সারা বিশ্ব একদিন ভারতের দরজায় লাইন লাগবে।

এই প্রশ্নের উত্তরের ওপরেই নির্ভর করছে ভারতের আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। আমরা যদি শ্রেষ্ঠ জোড়াতালি দেওয়ার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের কারিগর হিসেবে গড়ে তুলতে না পারি, তবে এই মেকি উন্নতির রফসুদ চূপসে যেতে খুব বেশি সময় লাগবে না। বিশ্বশক্তি হওয়ার স্বপ্নটা তখন শুধুই বইয়ের পাতায় আর নেতাদের ভাষণে আটকে থাকবে। বাস্তবের মাটিতে আমরা সেই পরাধীনই থেকে যাব—হয়তো রাজনৈতিকভাবে নয়, কিন্তু প্রযুক্তিগতভাবে নিশ্চিতভাবেই।

(লেখক অর্থনীতিবিদ)

আজ

১৮৬৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কোচবিহারের মহারানি সুনীতি দেবী।

১৯৬২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

আলোচিত



রাজনৈতিক দিক থেকে আমরা দুজন সম্পূর্ণ দুই মেরুতে দাড়িয়ে। সেটা অগ্নিমিত্রা জানেন। অগ্নি বলেছেন, উনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। মনুন্স অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, প্রতিবাদ করতে পারে। কিন্তু অবলোরা পারে না। ওদের খাবার ভেট নেই। তাই ওদের কল্যাণের কথা ভাবা আমার প্রথম প্রাধান্য। নিজের কাজের জন্য কখনও তৃণমুলের কাছে যাইনি। কিন্তু অবলো প্রাণীদের জন্য কুণাল ঘোষের সঙ্গে ক্যাম্প করেছি। আমি নৌশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গেও কথা বলে রেখেছি। অবলো প্রাণীরা আমার কাছে সবার আগে।

—শ্রীলেখা মিত্র

ভাইরাল/১



দিল্লি সরাই রোহিঙ্গা—প্যাটেলগার পলকসনে ৫৫৪১১ নম্বর ট্রেনে ডিউটি করছিলেন ট্রেন ম্যানেজার শিবজি রাই। এক যাত্রী চেন টেনে থানাম। ট্রেনটি দাঁড়িয়েছিল সংকীর্ণ ব্রিজের ওপর। ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনের নীচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে কোচগুলি পরিদর্শন করেন তিনি।

ভাইরাল/২



ভিয়েতনামের এনএফ আন প্রদেশে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বাইক নিয়ে বেরিয়েছিলেন এক মহিলা। হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে আসে অসংখ্য বালি। আঘাত হানে বাঁও ওপর। বজ্রপাতের শব্দায় ছিটকে পড়েন তিনি। তবে আত্মকিকভাবে বেঁচে গিয়েছেন।

দেশপ্রেমের লিটমাস টেস্টে বন্ধিম-রবি

স্লোগানে নয়, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতাতেই দেশপ্রেমের আসল মানে খুঁজলেন ওঁরা।

অনুষ্কা বর্মন



প্রতীকী



স্বর্ণের ডিজিটাল কনারের বড় স্ক্রিনটাতে চোখ আটকে গিয়ে ফিল্মচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে চায়ের পেয়ালটা আরেকটু হলে খসেই পড়ে ছিল। স্ক্রিনে মর্ত্যের এক চকিশ যুগ্মতার খবরের চ্যানেলের প্রাইম টাইম শো। তাতে লবের, ‘দেশপ্রেমের মাপকাঠি’। আমি কি

আজ বন্দে মাতরম বলেছেন? পদরি আটটি উইভোতে আটজন ভিন্ন রাজনৈতিক মতের প্রতিনিধি চিৎকার করছেন। কেউ কেউ জাতীয় প্রতীকে দেশপ্রেমের প্রকাশকে বাধ্যতামূলক করার পক্ষে জোর দিচ্ছেন। ‘ওহে ভানু, এ কোন তাওব’। পাশের ক্রোদারায় বসে থাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডাকলেন বন্ধিমাত্র। রবীন্দ্রনাথ শান্ত মুখে চায়ের কাপ চুমুক দিয়ে মুদ হাসলেন। ‘মর্ত্যে এখন গান কেবল কান বা মনের আরামের জন্য না, কখনো-কখনো আনুগত্যের পরীক্ষাতেও ব্যবহার করা হয়।’

‘কিন্তু রবি, আমি তো আনন্দমত্তে মাতৃভূমির রূপ কল্পনা করেছিলাম। গানকে যদি ভক্তির বদলে জবরদস্তির হাতিয়ার বানানো হয়, তা হলে তার অর্থটাই তো বদলে যায়।’ রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘১৯৩৭ সালে বন্দে মাতরম নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরু আমার মত জানতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, প্রথম দুই শব্বকের মাতৃভূমির কোমল ও সুন্দর রূপ সর্বজনীন আবেগ জাগাতে পারে। কিন্তু পরের অংশের ধর্মীয় রূপক একটি বহুধর্মের দেশে সকলের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।’ জওহরলালের চিঠিতেও উঠে এসেছিল, গানটির ঐতিহাসিক পটভূমি কিছু মানুষের অস্বস্তির কারণ হতে পারে। মহাশয়ও ১৯৩৯ সালে লিখেছিলেন, মিত্র সমাবেশে বন্দে মাতরম নিয়ে অকারণ বিরোধ সৃষ্টি করার ঝুঁকি তিনি নিতে চান না।

বিন্দুবিসর্গ



সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী: সবাঙ্গী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রায়শঃই চক্রবর্তী কর্তৃক দুঃসময় তালুকদার সরণি, সুভাষচন্দ্র, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাঙ্গা, গঙ্গেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৩২০৪৪০। জলপাইগুড়ি অফিস: থানা মোড় ৭৩৫১০১, ফোন: ৯৪৪১২৮৯৩৬৬। কোচবিহার অফিস: সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৫১০১, ফোন: ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার রোড-৭৩৫১২২, ফোন: ৯৫৬৪৫৪৬৬৮। মালদা অফিস: বিহানি আবাসন, গ্রান্ড স্ট্রোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপগুড়ি, বীথ রোড, মালদা ৭২২১০১, ফোন: ৯৮০০৫৮৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন: ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার: ২৪৩৫৪০৩, বিজ্ঞাপন: ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪০৯৬৬, সার্কুলেশন: ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ: ৭২৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়ারিসআপ: ৯৭৩৫৭৩৬৬৭৭।

Editor & Proprietor: Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E-Mail: uttarbanga@hotmail.com
Website: http://www.uttarbangaambad.in

কমিশন-মামলা, শুনতে রাজি কোর্ট

ইসিআইনেটে ফ্লোভ মহারাষ্ট্রের সিইও-র

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২৯ সেপ্টেম্বর : এসআইআর বিতর্কে জেরবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। একদিকে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে প্রতিবাদ ক্রমশ দানা বাধছে। অন্যদিকে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের ক্ষেত্রও লাগাতার চওড়া হচ্ছে। এই অবস্থায় মঙ্গলবার জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একটি মামলা শুনতে রাজি হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাচন কমিশনে জ্ঞানেশ কুমারই সমস্ত সিদ্ধান্ত একতরফাভাবে নিতেন কিনা তা জানতে চেয়ে ওই মামলাটি দায়ের করেছেন জর্নেক আইনজীবী বিকাশ সিং। প্রধান বিচারপতি সুপ্র কাশ্বের বৈশে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। আগামী সপ্তাহে মামলাটির শুনানি হতে পারে।

এদিকে কমিশন নড়েচড়ে বসলেও ইসিআইনেট নিয়ে বিতর্ক কিছুতেই থামছে না। মহারাষ্ট্রের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক এস চোকালিমঙ্গ ইসিআইনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় নির্বাচনি ধিকারিকদের হাতে আরও বেশি করে ক্ষমতা দেওয়ার সওয়াল দিয়েছেন। ইসিআইনেটে নিয়ে ইতিমধ্যে বিতর্কে পড়ছে কমিশন। কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ডিজি সীমা খান্নার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দুই সুখবীর সিং সাক্ষ এবং বিবেক যোশিও অভিযোগ করেছিলেন, ইসিআইনেট ইআরও-দের ক্ষমতা খর্ব করেছে। যদিও সেই অভিযোগের জবাবে কমিশন ইসিআইনেট নিয়ে ওঠা অভিযোগের

মীমাংসায় একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশনের দুই নির্বাচনী কমিশনার সুখবীর সিং সাক্ষ ও বিবেক যোশির তোলা আপত্তির সুবই কার্যত প্রতিধ্বনিত হয়েছে মহারাষ্ট্রের সিইও-র গত ২৪ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে। তাঁর অভিযোগ, আইনি অধিকার প্রয়োগ



করতে গিয়ে ইসিআইনেটের কারণে হাত-পা বাঁধা থাকছে ইআরও-দের। এদিকে জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে মামলার আবেদনকারী জানিয়েছেন, এক জন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং দুই নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশনে সর্বসম্মতিক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। অথচ যে ভাবে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে, তাতে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়েই গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, দুই কমিশনারের অভিযোগ, তাদের অঙ্গকারে রেখে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ধর্মভিত্তিক তথ্য কেন, উত্তর দিতে জেরবার

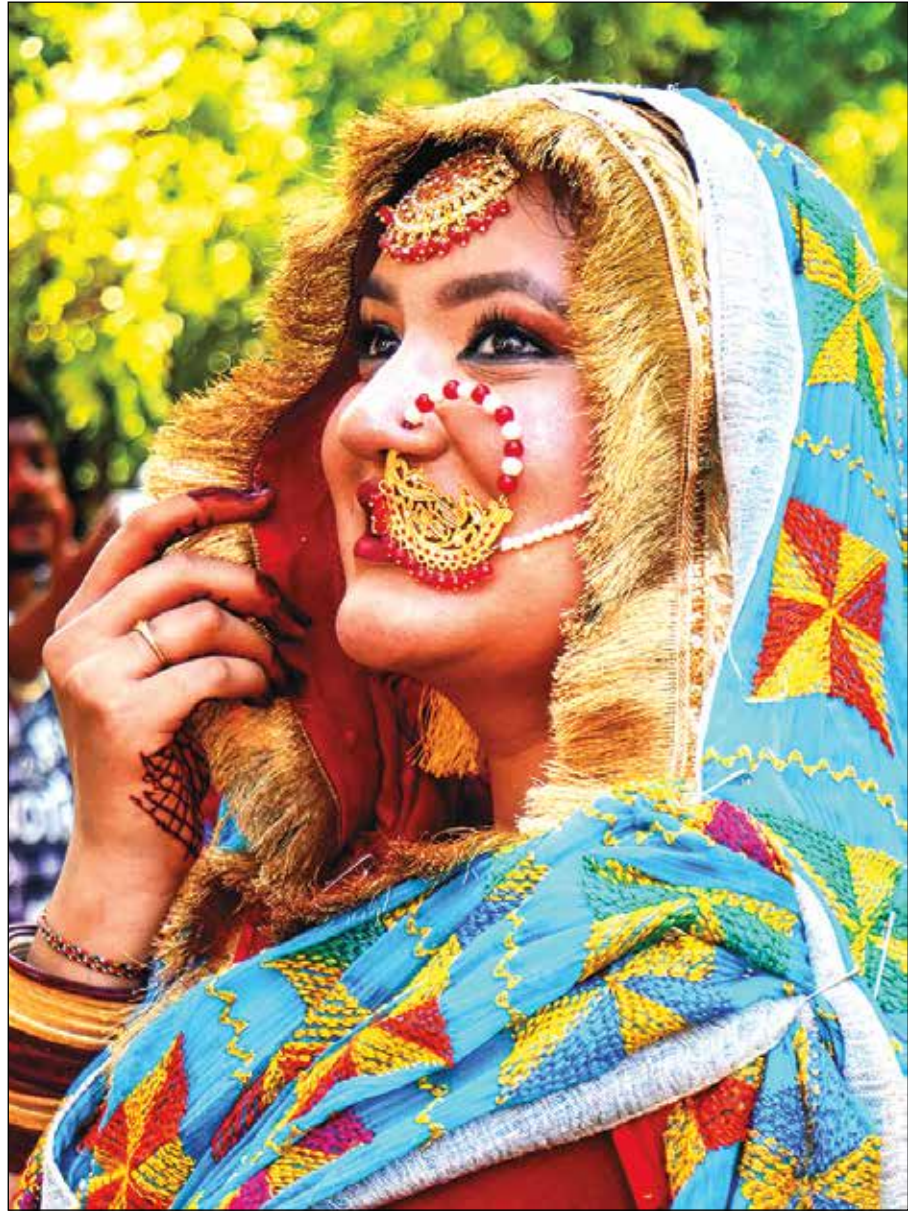
নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর : অনুপ্রবেশের কারণে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার পরিবর্তন হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক গঠন করেছে ‘জনসংখ্যাগত পরিবর্তন সংক্রান্ত উচ্চপায়েঁর কমিটি’। আর সেই কমিটির চাওয়া তথ্য যিরেই এবার নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। সুত্রের খবর, গত ১৫ বছরের ধর্মভিত্তিক এবং জেলাভিত্তিক তথ্য চেয়ে রাজ্যগুলিকে ৩৫টি প্রশ্ন পাঠিয়েছে কমিটি। কিন্তু সরকারি দপ্তরগুলিতে সাধারণত ধর্মের ভিত্তিতে এই ধরনের তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে রাজ্যগুলি।

শুধু তাই নয়, সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে বিহার ও বাংলার ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়টিও উঠে এসেছে কমিটির নজরদারিতে। কারণ এই দুই রাজ্যে এসআইআরের সময় যাদের ‘অন্যনগরিক’ হিসেবে চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে চেয়েছে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন সংক্রান্ত উচ্চপায়েঁর কমিটি। সুপ্রিম কোর্টে বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত শুনানির সময় এই বাদ পড়া ভোটারদের বিষয়টি সামনে এসেছিল। কিন্তু সেই ভোটারদের বাদ দেওয়ার তথ্য এখনও নির্বাচন কমিশনের তরফে দেওয়া হয়নি বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া ভোটারদের বিষয়টি এখনও বিচারাধীন। ফলে অনুপ্রবেশ, নাগরিকত্ব এবং ভোটার তালিকা এই তিনটি বিষয়কে ঘিরে জনসংখ্যার পরিবর্তন

নিয়ে কেন্দ্রের এই কমিটির কাজ নতুন করে রাজনৈতিক তাৎপর্য পেয়েছে। বিশেষ করে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের তথ্য এবং বিভিন্ন এলাকায় ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার পরিবর্তনের তথ্য একই পর্যালোচনার আওতায় এসেছে।

অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নাওলেকরের নেতৃত্বে ২৬ মে এই উচ্চপায়েঁর কমিটি গঠন করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কমিটির পাঠানো প্রশ্নগুলির মধ্যে রয়েছে গত ১৫ বছরে ধর্মভিত্তিক জন্মনবন্ধন, স্ত্রুলে ভর্তি, যানবাহন নথিভুক্তকরণ এবং জমি-বাড়ি কেনাবেচার তথ্য। কেনও এলাকায় আখ্যার, ভোটার পরিচয়পত্র এবং রেশন কার্ডের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে কিনা, সেই তথ্যও চাওয়া হয়েছে। শহর, শিল্পাঞ্চল, সীমান্তবর্তী জেলা এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ধর্মীয় জনসংখ্যার গঠনে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে, তার তথ্যও চেয়েছে কমিটি।

গত ১৫ বছরে তৈরি হওয়া মন্দির, মসজিদ এবং গির্জার সংখ্যার পাশাপাশি সেগুলির অবস্থান এবং মানচিত্র সংক্রান্ত তথ্যও চাওয়া হয়েছে। তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মান্তরণ নিয়ে বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট এবং গোয়েন্দা সংস্থার মূল্যায়নও কমিটির প্রশ্নের তালিকায় রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ অভিযোগ করেছেন , কমিটির প্রশ্নের মধ্যেই একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং পূর্বধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কমিটির উদ্দেশ্য নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। তবে কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি।



ওগো কাজল নয়না...

ঐতিহ্যবাহী পঞ্জাবি পোশাকে তরুণী। মঙ্গলবার অমৃতসরে।

আমেরিকাকে বার্তা জয়শংকরের

নিউ ইয়র্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক কূটনীতির জটিল সমীকরণের রেশ ধরে এবার বন্ধু দেশ আমেরিকাকে কড়া বার্তা দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। স্পষ্ট ভাষায় জারিয়ে দিলেন, আন্তঃসম্মত সম্ভাসবাদ নিয়ে ভারতের উন্নয়নের বিষয়টি বন্ধু দেশগুলি ঠিক ভাবে অনুধাবন না করলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য।

সম্ভাস দমনে অসহযোগিতা

নিউ ইয়র্কে এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউটের ড্যানিয়েল রাসেলের (ডানদিকে) সঙ্গে আলাপচারিতায় ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী সুরেন্দ্ৰনাথ জয়শংকর। ছবি: জয় মণ্ডল/অন অ্যাসাইনের্ডে।



নিউ ইয়র্কে এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউটের ড্যানিয়েল রাসেলের (ডানদিকে) সঙ্গে আলাপচারিতায় ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী সুরেন্দ্ৰনাথ জয়শংকর। ছবি: জয় মণ্ডল/অন অ্যাসাইনের্ডে।

বিষয়। বন্ধু দেশ যদি আমাদের এই উদ্বেগকে গুরুত্ব না দেয় বা তাদের যদি এই বিষয়ে সহমর্মিতার অভাব থাকে, তবে তা অবশ্যই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে।

সম্প্রতি ট্রাম্প সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের বাড়তে থাকা সখ্যতা দিল্লির পক্ষে জটিল উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকার মাটিতে তড়িৎ জয়শংকরের মতব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির জটিলতা নিয়েও মুখ খোলেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি জানান, বাণিজ্য আলোচনার ধীর গতি এবং আমেরিকার শুষ্ক নীতির পরিবর্তনের ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে চুক্তি নিয়ে বর্তমানে একটি প্রাথমিক বোঝাপড়া হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। কয়েকদিন আগেই রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে ‘সম্ভাসবাদের সমর্থক’ বলে আক্রমণ করেছিলেন জয়শংকর। এবার ওয়াশিংটনকেও নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল দিল্লি।

অরুণাচলে জঙ্গি হামলায় শহিদ জওয়ান

ইটানগর, ২৯ সেপ্টেম্বর : ভারত-মায়ানমার সীমান্তে অরুণাচল প্রদেশের চ্যাংলাং জেলায় সেনার জঙ্গিরা এই হামলায় জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। হামলার পরেই

হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে ভিত্তিতে এনএসএই (কে-ওয়াইএ) গোষ্ঠীর জঙ্গিরা এই হামলায় জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। হামলার পরেই



সীমান্ত এলাকা ঘিরে যৌথ চিহ্নিত অভিযান শুরু করেছে সেনাবাহিনী ও রাজ্য পুলিশ। এই সীমান্ত অঞ্চল স্পর্শকাতর হওয়ায় চ্যাংলাং জুড়ে করে সেনা হাসপাতাল ভর্তি করানো

ইরানের প্রস্তাব খারিজ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২৯ সেপ্টেম্বর : হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হল। সাত দিনের মধ্যে হরমুজ প্রণালী বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য থ্রুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল তেহরান। শর্ত ছিল, এর বদলে আমেরিকাকে তাদের বাজেয়াপ্ত অর্থ ফেরানো এবং তেল নিষেধাজ্ঞা ও নৌ অবরোধ তুলে নেওয়ার মতো পদক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সেই শর্তে রাজি হননি। তিনি জানিয়েছেন, ইরানের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। আমেরিকা ইতিমধ্যেই ওই জলপথে ‘পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ’ নিয়েছে। ট্রাম্পের এই প্রস্তাব নাকচের পরেই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিণোদিত তেলের দাম একধাক্কায় ৩ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ১০৭ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

জুন্টার বোমাবর্ষণে মায়ানমারে হত ৪৯

ইয়ঙ্গন, ২৯ সেপ্টেম্বর : মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে সামরিক জুন্টার বিমান হামলায় অসুত ৪৯ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতর আহত হয়েছেন ৫৮ জন। এই ঘটনার আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করেছে ভারতের একটি মানবাধিকার সংস্থা।

রাখাইন প্রদেশের কিয়াউকডাউ এলাকার একটি জনবহুল পাইকারি বাজারের কাছে স্থানীয় সময় সোমবার দুপুরবেলা আচমকা দুটি বোমা

দেওয়ার ষঁশিয়ারি দিয়েছে আরাকান আর্মি। এই আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তীয়া প্রতিবাদ জারিয়ে নয়াদিল্লিভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ‘রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালিসিস গ্রুপ’-এর পরিচালক সুহাস চাকমা ইচ্ছাকৃত বিমান হামলা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) রোম সনদে বর্ণিত মানবাধিকারের অপরাধ।

পাক আকাশের বিকল্প রুট

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে বিকল্প রুটের খোঁজে এবার চিনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে ভারত। সরকার সুত্রের খবর, দু-দেশের মধ্যে এই বিষয়ে কথাবার্তা চলছে। কয়েকদিন আগে দিল্লিতে আয়োজিত ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এরপরই এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

কয়েকদিন ধরেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। স্পষ্টত পাক আকাশসীমা দিয়ে বাংলাদেশের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি বহনকারী একটি রুশ বিমানের যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহুর্তে পাকিস্তান সেই বিমানটিকে নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। এরপর থেকেই মূলত বিকল্প রুটের বিষয়টি নতুন করে ভাবাচ্ছে দিল্লিকে।

সূত্রের খবর, পাকিস্তান তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে রাখলে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বিমান যোগাযোগ বড়সড়ো ধাক্কা খাবে। এতে সময় ও খরচ দুই বাড়বে। তাই আগেভাগে বিকল্প রুটের জন্য বেজিংয়ের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে ভারত। এর আগে ২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষের পর থেকেই ভারত-চীন সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল।

স্পষ্টত জিংপিংয়ের ভারত সফরের পর বরফ গলতে শুরু করেছে। এই আবেহে এবার আকাশসীমা নিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের আলোচনা ইতিবাচক দিকে এগোবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইরাক থেকে সরছে আমেরিকা

বাগদাদ, ২৯ সেপ্টেম্বর : ইরাক থেকে পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহার করতে চলেছে আমেরিকা। ২০২৪ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনে বাগদাদের সঙ্গে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার সংক্রান্ত একটি চুক্তি করেছিলেন। এবার সেই চুক্তি কার্যকর করছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। মার্কিন সেনাবাহিনী আগামী বৃহস্পতিবার সকারের মধ্যেই ইরাকে থাকা তাদের শেষ সেনাখাতিগুলি থেকে সরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জ্ঞানেশের ঢাল হয়ে রাগা-কে নিশানা পদ্মের একসুরে দেশব্যাপী প্রচারের নির্দেশ দলীয় মুখ্যমন্ত্রীদের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও কমিশনের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধির ধারাবাহিক অভিযোগের জবাবে এবার একযোগে পালাটা আক্রমণে নামল বিজেপি। কংগ্রেসের আলোচনের আগেই সব মুখ্যমন্ত্রীকে নামিয়ে রাহুলের আক্রমণ ভেঁটা করার কৌশল রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সোমবার জেলা স্তরে কংগ্রেসের দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচির ঠিক আগেই রবিবার দেশের বিভিন্ন রাজ্যে একই সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীরা। দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে প্রতিরোধ সীমাবদ্ধ না রেখে রাজ্যের মাটিতে এই প্রচার ছড়িয়ে দেওয়াই পদ্ম শিবিরের নতুন কৌশল। যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীরা এবং বাকি রাজ্যগুলিতে দলের রাজ্য সভাপতি বা বিরোধী দলনেতারা একযোগে ময়দানে নেমেছেন। এসআইআর, ভোটার তালিকা পরিমার্জন, কমিশনের নিরপেক্ষতা ও ভোট চুরির দাবির বিরুদ্ধে পালাটা বক্তব্য সাজিয়ে বিরোধীদের অভিযোগের রাজনৈতিক কলুষ কমানোই মূল উদ্দেশ্য গেরুয়া শিবিরের। বিজেপির স্পষ্ট দাবি, ভোট চুরি ভিত্তি ছাড়াই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে কালিমালিঙ্গ করার চেষ্টা করছেন রাহুল গান্ধি ও বিরোধী নেতারা।

আগে বেদালুরুকে রাহুল



ইস্যু যাতে গলার কাটা হয়ে না ওঠে, সেই জন্যই শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে সব মুখ্যমন্ত্রী ও নেতাদের একত্রবন্ধভাবে সরব হওয়ার নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এই অভিযানের অংশ হিসাবে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তোপ দেগে বলেন, এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিরোধীরা।



আসছে উমা...

মঙ্গলবার প্রয়াগরাজে।

মোদি মন্ত্রীসভা ছাড়ার প্রচ্ছন্ন হুমকি চিরাগের

পাটনা, ২৯ সেপ্টেম্বর : রাজনীতির ময়দানে তিনি নিজেকে নরেন্দ্র মোদীর সবচেয়ে অনূগত ‘হনুমান’ বলেই দাবি করেন। কিন্তু সেই হনুমানের লেজের আশ্রমলেনই এখন রীতিমতো অশান্তিতে বিহারের শাসনদল এনডিএ। একদিকে বিহারে একের পর এক নাবালিকা নিষাতনের ঘটনায় খোদ নিজেরই জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীকে চরম তুলোওয়া করছেন, অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনে দলিত ভোটের হিস্যা বুঝে নিতে একলা চলার ষঁশিয়ারি দিচ্ছেন লোক জনশক্তি পার্টির (রামবিলাস) সুপ্রিমো তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান।

বিহারে নারী নিরাপত্তার চরম অবনতি নিয়ে সুর চাঙার রবিবার

চিরাগ প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন, এই সরকারের প্রশাসন সম্পূর্ণ অযোগ্য। এমন একটি সরকারকে সমর্থন করতে তাঁর নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব আপাতত এই ইস্যুতে মুখে কলুষ আটপোত, বিহারে দলি-এর দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক জেডিইউ কিন্তু চিরাগকে লক্ষ্যরেখা মনে করিয়ে দিতে ছাড়েনি। জেডিইউ সাংসদ দেবেশচন্দ্র ঠাকুর পালাটা তোপ দেগে বলেছেন, দু-একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নিয়ে গোটা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলে দাবি করাটা চূড়ান্ত অতিরঞ্জন।

আসলে, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতো, চিরাগের এই আশ্রমী মনোভাবের নেপথ্যে



রয়েছে তাঁর সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। গত বিধানসভা ভোটে লড়ে ২৯টির মধ্যে ২১টি আসন

জেতার পর থেকেই নিজেকে বিহারের আগামী দিনের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী এবং অবিসংবাদিত বৃনবনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তিনি। রাহুল গান্ধির ‘ছাত্রোক্তি গুণ্ড’ কর্মসূচির খঁচে তিনি স্পষ্টতি শক্ত করছেন ‘হুয়ুথ বেলে তো’ ক্যাম্পেইন, যেখানে তিনি সরাসরি ছাত্র-যুবদের কর্মসংস্থান নিয়ে কথা বলছেন। শুধু তাই নয়, গত শুক্রবার পাটনার পর রবিবার এলাহাবাদের সভা থেকে চিরাগ বিজেপিকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে বলেছেন, তাঁর দলিত সম্প্রদায়ের অধিকার খর্ব হলে তিনি তাঁর বাবা রামবিলাস নাভেরাওর মতোই মস্তিষ্ক ছুড়ে ফেলতে এক মিনিটও ভাববেন না। ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার পর চীক এভাবেই বাজপেয়ী মন্ত্রীসভা

ছেড়েছিলেন রামবিলাস। পাশাপাশি সংরক্ষণের কোটা এবং এসসি-এসটি আইন নিয়ে উচ্চবর্গের রোষ সামাল দিতেও চিরাগ এখন মরিয়া। এলাহাবাদ থেকেই তিনি যোষণা করেছেন, ২০২৭ সালে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটে তাঁর দল লড়াই করবে। উত্তরপ্রদেশে পাসোয়ান সম্প্রদায়ের ভালো ভোটব্যাংক রয়েছে। চিরাগের যথিস্ত সুত্রের খবর, বিজেপির কাছে তিনি সম্মানজনক আসন দাবি করবেন। তা না পেলে একাই লড়াইয়ে নামবেন। সব মিলিয়ে, মোদীর হনুমান এখন নিজেদের রাজনৈতিক জমি শক্ত করতে বিহার থেকে উত্তরপ্রদেশে—সর্বত্রই কড়া দরকষাকষির খেলা শুরু করে দিয়েছেন।

আলিয়ার আলিঙ্গনে বার্থ-ডে বয় রণবীর

আলিয়া ভাটই তাঁর আগামী ছবির নায়িকা, লাভ অ্যান্ড ওয়ার-এ রণবীর কাপুরের সঙ্গে পদ্যি প্রেম করবেন আলিয়া ভাট। বাস্তবে তাঁদের সেই বন্ডিং দেখিয়েই রণবীরকে তাঁর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানেন আলিয়া। বোঝালেন তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার তীব্রতা। বেশ কিছু ছবি তিনি পোস্ট করেছেন। একটিতে রণবীর আলিয়ার আলিঙ্গনে, পরেরটিতে রোস্তোয়ী দুজন খাচ্ছেন। আলিয়ার চুলটাই দৃশ্যমান, কিন্তু তাঁর দিকে রোমান্টিক লুকে তাকিয়ে আছেন রণবীর। সবথেকে আকর্ষণীয়, বাবা হবার পরের রণবীরের ছবিটি। কোলে রাহাকে নিয়ে তিনি বসে আছেন গর্ভিত মুখে, যদিও রাহার মুখ ইমোজি দিয়ে ঢাকা। আর একটি ছবিতে দুজনে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছেন, ব্রহ্মাস্ত্রের ছবি এটি। একটি ছবিতে আগামী ছবি লাভ অ্যান্ড ওয়ার-এর পোস্টার, গাড়িতে রণবীর বসে, ডানহাতে সিস্টারিং, বাঁ হাত গাড়ির বাইরে। তাতে গুলি লেগেছে, রক্ত ঝরছে। ছবিতে আলিয়া আছেন, আছেন ভিকি কৌশল। আলিয়া ক্যাবারে ডান্সার, ভিকি হয়তো ভিলেন, ছবির লুক ইতিমধ্যেই প্রশংসিত। ভালোবাসা, শুভেচ্ছা সবকিছুর মধ্যে আলিয়া আগামী ছবির প্রচারও সারলেন। বোঝা যায়, দুজনের এই ছবি বক্স অফিসে হিট হওয়াও তাঁর কাছে খুব দামী। দুজনের পদ্যি রসায়নও তাতে প্রমাণিত হবে।

রাম চরিত্রে অভিনয় একটা দায়িত্ব

মস্তব্য রণবীর কাপুরের। ৪৪-এ পা দিয়েছেন তিনি। জন্মদিনে রাম হয়ে ওঠা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘রামের চরিত্রটা শুধু চরিত্র নয়, এই চরিত্রে অভিনয় একটা দায়িত্ব। শ্রীরামের চরিত্রের সবথেকে বড় শক্তি। তাঁর ধনুক নয়, তাঁর ক্ষমা করার শক্তিটাই আসল। যিনিই এই চরিত্রে অভিনয় করবেন, তাঁর চরিত্রটিকে এই শক্তি ও সারল্য ফুটে উঠতে হবে। এটাই আমার সবথেকে বড় দায়িত্ব। আমার শ্রীরাম হয়ে ওঠার মধ্যে মানুষ যে বিশ্বাস তাঁর প্রতি অর্পণ করে, তা যেন স্পষ্ট হয়। এটাই আমার কাজ, নেহাতই অভিনয় করা নয়।’

এই ভিডিওতে পদ্যি প্রথম রাম, অরুণ গোভিলও রণবীরের রামের প্রশংসা করছেন। তাঁর কথায়, ‘যেভাবে আমি রামকে কল্পনা করেছি, যেভাবে তিনি হাটেন, কথা বলেন, তার অনেকটাই রণবীরের মধ্যে আছে। একজন সুপারস্টার কাউকে প্রণাম করবে, এটা ভাবা যায় না, কিন্তু রণবীর আমাকে করেছে।’ এই ভিডিওয় পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি বলেছেন, শ্রীরামের এক শতাংশও যদি আমরা আয়ত্ত্ব করতে পারি, তাহলেই আমরা শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে পারব, ভাবুন তিনি কোন স্তরের মানুষ ছিলেন। একেবারে তাঁর মতো আমরা কাউকে কাস্ট করতে পারব না, আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি। প্রযোজক নমিত মালহোত্রা যখন রণবীরের নাম বললেন, বুঝলাম, সম্ভাব্য সব জয়গাথ ঘেঁটেই এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন।’ সীতা অর্থাৎ সাই পল্লবী বলেছেন, রণবীরকে তিনি রাম হয়ে উঠতে



দেখেছেন। যেভাবে রামকে তিনি কল্পনা করেছেন বা এতদিন ধরে ভেবে এসেছেন, রণবীর সেভাবেই রাম হয়ে উঠেছেন। এখন দর্শক রণবীর কাপুরকে রাম হিসেবে কতটা গ্রহণ করে, তা জানতে ছবির মুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

শংকর চক্রবর্তীর পোস্ট বলল তিনি মৃত



হঠাৎই শংকর চক্রবর্তীর একটি পোস্ট নেটে তুলকালাম ফেলে দিল। তিনি নিজেই লিখেছেন, নাউ আই অ্যাম ক্রসিং থ্রু লাইফ ইজ গন। এই গন শব্দটিই নেটে ঝড় তোলে। নেটিজেনরা ধরে নিলেন তিনি মৃত বা মৃত্যুর কথা ভাবছেন, আত্মহত্যা করবেন বোধহয়। অনেকে কমেট লিখতে শুরু করল, পজিটিভ চিন্তা করুন বা মনখারাপ করবেন না দাদা ইত্যাদি ইত্যাদি। ‘শংকরবাবু তো অবাক। পরে তিনি জানিয়েছেন, ‘আরে এই পোস্টটা ভালো লেগে গেল বলে ফেসবুকে দিলাম। তারপর কি কাণ্ড। অনেকে ফোন করছেন, রাতে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ফোন করে জানতে চাইলেন কী হয়েছে, কেমন আছি। তারপর তিনি বলেছেন, আমি বহাল ভবিষ্যতে আছি। আমি আছি, থাকব যতদিন ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে। তবে সকলের আশীর্বাদে আয়ু বোধহয় খানিকটা বেড়ে গেল।

উল্লেখ্য, শংকর চক্রবর্তী আবার অভিনয়ে ফিরে এসেছেন। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবি কুইন ভিক্টোরিয়া ও গোয়েন্দা সত্যচরণে তাঁকে দেখা যাবে। ছবিতে আছেন ইশিকা পাল, যিশু সেনগুপ্ত, টোটা রায়চৌধুরী প্রমুখ।

তাপসের জন্মদিনে শুভেচ্ছা বুন্সার



২৯ সেপ্টেম্বর প্রয়াত তাপস পালের জন্মদিন। ৩০ সেপ্টেম্বর প্রসেনজিতের জন্মদিন। দুজন একসঙ্গে অনেক কাজ করছেন। দুজনের জুটিতে অনেক হিট, সেটের বাইরেও তাঁরা বন্ধুই ছিলেন। তাই বন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে বেরিয়ে এল বুন্সাদার সেই বন্ধুত্বের আবেগ। তাপসের সঙ্গে নিজের কিছু ছবি পোস্ট করে বুন্সাদা লিখেছেন, একসঙ্গে

কত গল্প, কত আড্ডা, ...তোকে খুব মনে পড়ে। শুভ জন্মদিন তাপস। যেখানে থাকিস ভালো থাকি। শেষে যে কথাটি লিখেছেন বন্ধুর জন্য সেটিই বোধহয়, তাপস-অনুরাগীদেরও কথা। বুন্সাদার পোস্টে আছে, দেখিস তোকে মানুষ শিখী হিসেবেই মনে রাখবে, আর মনে রাখবে তোর ওই হাসিটা।

একনজরে সেরা

বাবা জুবিন

গায়ক জুবিন নটিয়াল পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছেন। নিজেই পোস্ট করে জানিয়েছেন, গলেশ চতুর্থীর দিন তাঁর পুত্রের জন্ম হয়েছে। অবশ্য নামকরণ হয়নি। এই খুশির আবহেও নেটজেনের প্রশ্ন, বিয়ে হয়েছে মাত্র গত এপ্রিলে, এর মধ্যে সন্তান? তাহলে কি স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিলেন বলেই বিয়ে? উল্লেখ্য প্রায় গোপনেই বিয়েটা সারেন জুবিন।

নতুন ক্রাশ

রশ্মিকা মানডানা বা তৃপ্তি দিমরি নন, এখন ন্যাশনাল ক্রাশ তানিয়া মিশ্র। মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বি কম স্নাতকের বোলড ফোটোশটে মাথা ঘুরে গিয়েছে অমজনতার। ২০১৯ সালে মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় চতুর্থ রানার আপ হন। তারপর বহু ব্র্যান্ডের মডেলিং, মিউজিক ভিডিও, সিরিজে ও সিনেমায় অভিনয়। ইন্সটায় ১২ লক্ষেরও বেশি ফলোয়ার তাঁর।

কাজলের বিয়ে

কেরিয়ারের শীর্ষে থাকতেই অজয় দেবগণকে বিয়ে করেন কাজল। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, অনেকেই বারণ করেছিল ওই সময় বিয়েটা করতে। তার মধ্যে আমার বাবাই ছিলেন। মা তনুজা বলেছিলেন, আমি বিয়ের ব্যাপারে একশোভাগ নিশ্চিত কিনা। কাজলের কথায় তাঁর আগে সায়রা বানু ও শর্মিলা ঠাকুর এভাবেই বিয়ে করেন, তিনি প্রথম নন।

গুজব জ্যাকি

জ্যাকি চ্যানের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে তোলপাড় নেটমহল। আব্দুল নামের এক ব্যক্তি এক্স প্ল্যাটফর্মে এই পোস্টটি করেন। ৫ ঘণ্টায় ৩৮ লক্ষেরও বেশি মানুষ তা দেখে, সব প্ল্যাটফর্মে খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। পরে জানা যায় এটি ভুয়ো। ৭২ বছরের অভিনেতা ভালো ও সুস্থই আছেন। চলতি বছরেই সিঙ্গাপুরে একটি স্কুলে তাঁকে দেখা গিয়েছিল।

বাদশার কথা

প্রাক্তন স্ত্রী ইশা রিকি বিগ বস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় গায়ক বাদশার ভিডিওয় দেখা যায়, বসে যাওয়া কষ্টস্বরে তিনি বলেছেন, আমাকে যে ভালোবাসা, আশীর্বাদ আর সাপোর্ট দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। আমি ভালো নেই, তবে তোমাদের ভালোবাসি। নেটজেন ভিডিওয় ইশার জন্য বাদশার আবেগ খুঁজে পেয়েছে।



সোমবার শুরু হল প্যারিস ফ্যাশন উইক, আর তাতে আবার ভারতীয় মুখ হয়ে গেলেন ঐশ্বর্য রাই। এক অভিজাত প্রসাধনী ব্র্যান্ডের মুখ হয়েই সোমবার কালো গাউন পরে ঐশ্বর্য ফ্যাশনের মঞ্চ মাতালেন। গত বছর ওই ব্র্যান্ড আলিয়া ভাটকে উৎসবের মুখ করেছিল, তাই নিয়ে বিতর্কও হয়। ফলে ঐশ্বর্য রাইয়ের বিরাট কাউন্টরা লাগতে বাধ্য হয়েছিল তারা। এবার আর সে পথ মারাননি। তাঁর সঙ্গে কেভাল জেনার, ইভা লস্কোরিয়া, ব্রিটিশ অভিনেত্রী সিমিন অ্যাপলে মঞ্চ মাতিয়েছেন। সিমিনকে অ্যাশ মঞ্চে জড়িয়ে ধরেন, এই মুহূর্ত ভারতীয়দের কাছে এক অসাধারণ মুহূর্ত বলাই বাহুল্য।

দৃশ্যম ৩, শুরুতেই ঝড়



অজয় দেবগণের ছবি দৃশ্যম ৩-এর অ্যাডভান্স বুকিং শুরু হয়েছে ২৭ সেপ্টেম্বর। রীতিমতো ঝড় তুলেছে সেই বুকিং। এখনও পর্যন্ত ৬.৭৮ কোটি টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে, ব্লকড টিকিটের পরিস্থিতি ধরলে এই অঙ্ক ১১ কোটিতে ছুঁয়েছে। ২ অক্টোবর ছবির মুক্তি, সেদিন ১.৭৮ লাখ টিকিট বিক্রি হয়েছে, এর ফলে প্রায় ৭ কোটির ওপর আয় হয়েছে। অজয়ের কেরিয়ারে এই ছবিই সবথেকে বড় ওপেনিং নিয়ে আসছে। এর আগে এই কৃতিত্ব ছিল রোহিত শেখ্তির ছবি সিংহম এগেইন-এর।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রথম দিনেই দৃশ্যম ৩ সহজেই ৫০-৬০ কোটি আয় করবে কারণ ছবির মুক্তিতে এখনও ৪ দিন বাকি, ফলে টিকিট বুকিং ক্রমশ বাড়বে। ফলে সিংহমকে পিছনে ফেলে দৃশ্যম ৩ যে এগিয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, তবে দৃশ্যম ৩ কত বেশি ব্যবসা করবে সিংহম এগেইন-এর থেকে, সেটাই দেখার। ছবিতে অজয় ছাড়া আছেন তারু, জয়দীপ আহলাওয়াত, শ্রিয়া শরণ, প্রমুখ। পরিচালক অভিষেক পাঠক।



‘দেও’ সিনেমার প্রচারে দেব ও শুভশ্রী। আগরতলায়।

শাঁকচুনি নিয়ে সৃজিতের ছবি



অর্পণ রায়ের লেখা শাঁকচুনি গল্পটি নিয়ে ছবি করবেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। লেখকের মহাভারত মার্জার্স, শকুনি নিয়েও তাঁর আগ্রহ আছে, ওই দুটি গল্প নিয়েও ছবি করার কথা অনেক এগিয়েছিল, তবে আবার তা থেমেও যায়। সৃজিতের কথায়, ‘অনেকদিন ধরেই ওঁর সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে ছিল। মহাভারত মার্জার্স বা যাত্রিক নিয়ে এগিয়েছিলাম, হয়নি। যাত্রিক নিয়ে পরবর্তীতে কাজ করব। শাঁকচুনি গল্পটা ২০২৪-এ বেরিয়েছিল। পরের দু বছর অনেককে এই গল্প নিয়ে ছবি করার কথা বলি, অনেকে আগ্রহ দেখায়। শেষে ২০২৬-এ কপিরাইটের যে সমস্যা ছিল, তা মিটে যায়। আমার সংস্থা স্বত্ব কিনে নিয়েছে।’

অর্পণের কথায়, ‘শাঁকচুনি গল্পটিতে বাঙালিয়ানা ভরপুর। এর পরিবেশ, আবহকে পদ্যি ফুটিয়ে তোলার জন্য সৃজিত মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কাউকে ভাবতে পারছি না।’

শাঁকচুনি সিনেমা হবে না সিরিজ হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি।



পুজোর আগে ওপচানো ভিড়...

জিমের কোলে কোলে

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : এমনিতে সব ঠিকই ছিল। চারদিকে পুজো পুজো গন্ধ। ডেলিভারিপার্সন লাল টুকটুকে পাঞ্জাবি দিয়ে গিয়েছেন। প্রথমে খানিক বেশি মনে হলেও পাঞ্জাবির কোয়ালিটি দেখার পর দামটা আর গায়ে লাগছিল না। আইটি ফার্মে ডেটা স্যাসেস্টিস হিসেবে কর্মরত অঙ্কিত রয় কুতুর। ডেলিভারি আসার পর তো জামাটা পরে দেখার একটা ব্যাপার থাকে। ঠিক সেইখানেই গুণ্ডামেলের শুরু। বুক অবধি পাঞ্জাবিটা সুসুঁড় করে গলে গেল। কিন্তু তারপর আর কিছুতেই একচুল নামানো গেল না। বেয়াদব পাঞ্জাবি ওই বুকেই আটকে রইল। ভাঙা মন নিয়ে অঙ্কিত অনেকক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খেয়াল করলেন মধ্যপ্রদেশটা বহরে বেশ অনেকটাই বেড়েছে।

অঙ্কিত বলেন, 'গত বছর পুজোর ঠিক আগে আমি জিমে ভর্তি হয়েছিলাম। পাঞ্জাবির শকটা বহুদিন মনের মধ্যে গেঁথে ছিল। সেবার পুজোতে ওই পাঞ্জাবিটা পরতে পারিনি ঠিকই, তবে জিমে জয়েন করাটা আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ফিট থাকটা ভীষণ ইম্পোর্ট্যান্ট।'

পুজো আসছে 'ভাইবস' নিয়ে ঠিক যখন কাশফুল ফুটব ফুটব করে তার একটু আগে জিমে অনেক 'নতুন মুখ'-এর আগমন হয়। তাঁদের ঠিকানা ভিন্ন কিন্তু 'ডেস্টিনেশন' বা 'বডি গোল' একদম এক। পুজোর আগে গোল 'টামি' বা ভুঁড়টাকে একদম ফ্ল্যাট করে নেওয়া। কিন্তু হাতে তো সময় মেরেকেটে ৬ সপ্তাহ। এটুকু সময়ে ভুঁড়ি কমিয়ে টোনড বডি কী আদৌ তৈরি করা সম্ভব?

উত্তরে জিম প্রশিক্ষক অনিন্দ্য দাস বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষ করে ইনস্টাগ্রামে ট্রেনজিশন রিল দেখে অনেকের ধারণা হয়েছে যে পুজোর আগে ক'দিন জিম করলেই ফিজিক তৈরি হয়ে যায়। এটা একটা মিথ। ফিটনেস একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একটা লম্বা সময় ধরে এক্সারসাইজ এবং প্রপার ডায়েট মইনটেন

করলেই একমাত্র ফিট থাকা সম্ভব। মেডিকেলি ফিট থাকটাই আমাদের সবার লক্ষ্য হওয়া উচিত।'

প্রশিক্ষকরা যাই বলুন, এবারও পুজোর আগে শহরের প্রায় সবক'টা জিমেই ভিড় উপচে পড়েছে। আড়ালে আবডালে অনেকে এদের জিমের 'পরিয়াদী পাখি' বলে আওয়াজও দিচ্ছেন। তাতে



সুভাষপল্লির একটি জিম।

অবশ্য পৌষালির থোড়াই কেয়ার। পৌষালি পাল শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। পৌষালির কথায়, 'দেখুন পুজোর আগে জিমে ভর্তি হয়েছি বলে অনেকে অনেক কথা বলতেই পারেন। কিন্তু আমি সেসব নিয়ে ভাবি না। পুজোতে আমি বেশ ক'টা ট্রেডিং বডিকন ড্রেস কিনেছি। ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং মেকআপও রেডি। ওই ড্রেস পরে আমাকে যাতে ভালো লাগে তার জন্য আমি জিমে ভর্তি হয়েছি। পুজো তো বছরে একবারই আসে তাই না।'

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বডি বিল্ডিং অ্যান্ড ফিটনেস ফেডারেশনের সহকারী সম্পাদক সুধাংশু সাহা বলেন, 'আমার জিমেও পুজোর আগে

অনেকে ভর্তি হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় রিল দেখে কমবয়সীদের ধারণা হয়েছে, একমাস জিম করলেই ফিটনেস চলে আসে। কিন্তু, এটা একেবারে ভুল ধারণা। ফিটনেস অ্যাচিভ করা একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া।'

একটা অন্ধকার দিকও আছে। আমরা না মানতে চাইলেও আছে। বডি শেমিং। কিছু না ভেবে কাউকে মোটা বলা, শারীরিক স্থলতা নিয়ে মজার ছলে বাজে কথা বলার মতো ঘটনা আমাদের চারপাশে আকছারই ঘটে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এখনও আমরা অনেকসময় মানুষের শারীরিক সৌন্দর্য দেখে তাঁর যোগ্যতা মাপি। দিচেন ভুটিয়া শিলিগুড়ির একটি কোচিং ইনস্টিটিউটে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি বলেন, 'আমাকে সবসময় শুনতে হত ২২ বছর বয়সেই এত মোটা, পরে কী হবে রে? আমি এসব কথায় কান না দেওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু মাঝে মাঝে তো খারাপ লাগেই। তবে জিমে ভর্তি হওয়ার পর আমি আমার হারানো কনফিডেন্স ফিরে পেয়েছি।'

স্বামী নিখোঁজ রহস্যে ধৃত স্ত্রী

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : পারিবারিক সমস্যা ও বিবাদকে কেন্দ্র করে স্বামীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এরপর তাঁকে দিল্লির ট্রেনে তুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে খোদা স্ত্রী ও ছেলের বিরুদ্ধে। আর ট্রেনে ওঠার পর থেকেই ওই ব্যক্তির আর কোনও হদিস না মেলায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিরুদ্দেশ হওয়া ওই ব্যক্তির নাম কামড়ি আলম। কামড়ির বোনের অভিযোগ, মারধরের পর তাঁর ভাইকে গুম করে দিয়েছে স্ত্রী সারিনা খাতুন সহ তাঁর পরিবার। সোমবার রাতে কামড়ির বোনের দায়ের করা এই অভিযোগের ভিত্তিতে সারিনাকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই মহিলাকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ভক্তিনগর থানা এলাকার আশরাফনগরের বাসিন্দা কামড়ি ও তাঁর স্ত্রী সারিনা গত চার বছর ধরে আলাদা থাকেন। বর্তমানে সারিনা ছেলে নিয়ে বেলোকোয়ায় থাকেন। গত ২৭ তারিখ পারিবারিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে সারিনা তাঁর বোনকে নিয়ে কামড়ির বাড়িতে যান। এরপর তাঁরা কামড়িকে মারধর করেন বলে অভিযোগ।

কামড়ির বোনের দাবি, ভাইকে মারধরের পরই তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। সারিনা ও তাঁর ছেলেই কামড়িকে নিরুদ্দেশ করেছেন। এদিকে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত নেমে কামড়ির উপাধি হওয়ার পিছনে সারিনা ও তাঁর ছেলের যোগ স্পষ্ট হয় পুলিশের কাছে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ছেলে দাবি করেন, মারধরের পর কামড়ি নাকি নিজেই পুরোনো কাজের জায়গা দিল্লিতে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। সেইমতো ছেলে নিজেই বাবার দিল্লিতে যাওয়ার টিকিট করে দিয়েছিলেন। এদিকে, কামড়ি নিজের মোবাইলও সঙ্গে না নিয়ে যাওয়ায় নিখোঁজ রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কামড়ির তথ্য জানার জন্য

জিআরপি'র সহযোগিতাও নেওয়া হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও হদিস পাওয়া সম্ভব হয়নি। পুরো ঘটনার জোরকদমে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

আবাসন ভাঙছে প্রশাসন

ইসলামপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর শহরের কোর্ট মাঠ চত্বর এবং নিউটাউন চত্বরের আশপাশে থাকা পরিত্যক্ত সরকারি আবাসনের সংখ্যা কম নয়। অভিযোগ, পরিত্যক্ত আবাসনগুলিতে প্রতিদিন বসছে বেশার ঠেক। এই অসামাজিক কার্যকলাপ নিয়ে অতিষ্ঠ স্থানীয়রা দীর্ঘদিন ধরেই বিস্তারিত অভিযোগ তুলছেন। এবার সেই আখড়াগুলি ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিল জেলা ও মহকুমা প্রশাসন। প্রশাসনিক নির্দেশে পরিত্যক্ত সরকারি আবাসনগুলি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় পাঁচ মাস আগে পূর্ত দপ্তর, মহকুমা প্রশাসন ও ইসলামপুর দমকলের একটি যৌথ দল পরিত্যক্ত আবাসনগুলির বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। মেরামত করেও বসবাসযোগ্য করা যাবে না, এমন ১৭টি আবাসন চিহ্নিত করে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই সিদ্ধান্ত মোতাবেক সোমবার থেকে পরিত্যক্ত আবাসনগুলি ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে খুশি স্থানীয়রা। ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক হিমাংশু সরকার বলেন, 'নিউটাউন ও কোর্ট মাঠ চত্বরের পরিত্যক্ত আবাসনগুলি ভাঙার জন্য প্রায় তিন বছর আগে আমরা মহকুমা শাসকের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছি। এতে কোর্ট মাঠ চত্বরে খেলাধুলোও যেমন সম্ভব হবে, তেমনই নিউটাউন চত্বরে বসবাসকারী মানুষজন ভীষণভাবে উপকৃত হবেন।'

পূর্ত দপ্তরের ইসলামপুর মহকুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সোমনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'যে আবাসনগুলি কোনওভাবেই ব্যবহারযোগ্য করা সম্ভব নয়, তার তালিকা তৈরি করে ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসনের তরফে ভেঙে ফেলার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল জেলা প্রশাসনের কাছে। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে টেন্ডারের মাধ্যমে ১৭টি ব্যবহারের অযোগ্য আবাসন ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে।'



DELHI PUBLIC SCHOOL SILIGURI & FULBARI



+91 7829920209

CBSE AFFILIATION NO. 2430083

CBSE AFFILIATION NO. 2430269

+91 8695609514

ANNOUNCES ADMISSIONS FOR ACADEMIC SESSION 2027-28 FROM 1st to 10th OCTOBER, 2026

FORMS AVAILABLE AT SCHOOL CAMPUS FOR ADMISSION IN PRE-NURSERY TO CLASS 9 & CLASS 11 FROM 9 A.M TO 4 P.M ON ALL DAYS, INCLUDING SATURDAYS & SUNDAYS. FORMS ARE ALSO AVAILABLE IN DPS SILIGURI & DPS FULBARI OFFICIAL WEBSITES

PREMIUM HOSTEL FACILITIES WITH AC ROOMS & WEEKLY BOARDING AVAILABLE



DPS SILIGURI

CLASS 12 TOPPERS (2025-26)



**WEST BENGAL TOPPER
TANISH MITTAL
COMMERCE TOPPER**

99.4%



**DIYA SAHANI
HUMANITIES TOPPER**

96.8%



**ARCHIT ROY
SCIENCE TOPPER**

96%



**PREETANGSHU
MISTRY
SCIENCE TOPPER**

96%



**AHANJIT PAUL
HUMANITIES TOPPER**

97.6%



**KRISHAN AGARWAL
COMMERCE TOPPER**

97.6%



**RACHAYITA BARMAN
HUMANITIES TOPPER**

97%



**SANCHARI MOITRA
SCIENCE TOPPER**

96.8%

CLASS 10 TOPPERS (2025-26)



SOUPARNO BOSE

99.4%



BIBASWAN KARGUPTA

99.2%



SOURODEEP PAL

99%



ARPON ADHIKARI

99%



SHIVEN SHEKHAR

98.6%



ARIN BHAGAT

98.6%



SWAPNANEEL DAS

98.2%



RIDA KALIMI

99.4%



SRIJA BHARATI

99.2%



ADDITEE GUPTA

98.6%



HARSHVARDHAN SHARMA

98.2%

EducationWorld
THE HUMAN DEVELOPMENT MAGAZINE

DPS, SILIGURI - No. 1 Day - Cum Boarding School in West Bengal for 13 Years in "Day - Cum Boarding School Category".
DPS, FULBARI - No. 1 Emerging High Potential School in West Bengal in "Emerging High Potential School Category".

COMPLEMENTARY HEALTH INSURANCE

✓ HOSPITALIZATION EXPENSES UPTO ₹ 1,00,000/-

✓ SUM INSURED FOR PERSONAL COVER ₹ 2,50,000/-

✓ OPD EXPENSE COVERAGE UPTO ₹ 10,000/-

In Association with The New India Assurance Co. LTD

**SATURDAYS
OFF**

More Family Time.

Greater Flexibility.

A Better Weekend.

**SCHOLARSHIP
OPPORTUNITIES FOR CLASS 11
(NEW ADMISSIONS ONLY)**

**ACADEMIC
ACHIEVERS WITH**

96% & ABOVE

For DPS Siliguri

SUBJECT COMBINATIONS FOR CLASSES 11 & 12

SCIENCE STREAM - English, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Mathematics, Informatics Practices, Applied Mathematics, Mass Media Studies, Economics, Geography, Artificial Intelligence, Physical Education, Entrepreneurship, Psychology, Hindi, Bengali, Kathak, Painting, Yoga, NCC.

COMMERCE STREAM - English, Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics, Applied Mathematics, Mass Media Studies, Informatics Practices, Artificial Intelligence, Physical Education, Hindi, Bengali, Entrepreneurship, Kathak, Painting, Legal Studies, Psychology, Yoga, NCC.

HUMANITIES STREAM - English, Political Science, Sociology, Mass Media Studies, History, Geography, Economics, Entrepreneurship, Psychology, Informatics Practices, Artificial Intelligence, Physical Education, Hindi, Bengali, Applied Mathematics, Kathak, Painting, Legal Studies, Yoga, NCC.



BUS FACILITY AVAILABLE

DELHI PUBLIC SCHOOL, FULBARI

+91 8695609514

+91 (91) 9734725745, 9734303675

DELHI PUBLIC SCHOOL, SILIGURI

+91 7797866887

+91 7829920209



ডাইনোসরের আসল প্রচারীরা



মৃত্যুর পর নখ বাড়ে

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, মানুষ মারা যাওয়ার পর তার নখ এবং মাথার চুল নাকি বেশ কয়েকদিন ধরে বাড়ে থাকে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, এটি সম্পূর্ণ একটি চোখের ভুল বা দৃষ্টিভ্রম। মৃত্যুর পর শরীরে দিকের সরে যাওয়ার কারণেই নখ এবং চুলগুলোকে আগের চেয়ে অনেকটা বড় মনে হয়। আদতে মৃতদেহে নতুন করে কোনও কোবের বৃদ্ধি হয় না।

পাথরের মতো দেখতে গাছ

দক্ষিণ আফ্রিকার শুষ্ক অঞ্চলে লিথপস নামের এক ধরনের ছোট গাছ পাওয়া যায়, যাদের বাইরে থেকে দেখলে একদম সাধারণ নুড়ি পাথরের মতো মনে হয়। শিকারি প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচতেই বিবর্তনের ফলে এরা এমন পাথরের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। এদের কাণ্ড মাটির নীচে থাকে, শুধু পাথরের মতো দেখতে দুটো রসাল পাণ্ডা মাটির ওপরে থাকে। বছরে একবার এই পাথরের মতো পাতার মাঝখানে থেকে সুন্দর ফুল ফোটে। প্রকৃতির এই নির্যুত ছদ্মবেশ সত্যিই অবাক করার মতো।



নয় মাস বেপাতা

প্রথম পাতার পর

তবে এদিন অভিজুক্ত মজিবুর বাড়িতে ছিলেন না। পরিবারের দাবি, প্রায় ৯মাস ধরে তিনি বাড়ির বাইরে রয়েছেন। পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ নেই। অভিযান চলাকালীন মিজানুর রহমান, তাঁর স্ত্রী হাজেরা খাতুন এবং পরিবারের এক সদস্যকে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তদন্তকারী অধিকারিকরা বাড়ির বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি বেশকিছু নথিতে মিজানুর রহমানের স্বাক্ষর নেন। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ তদন্তকারী দলটি মিজানুর রহমানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। অভিযান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অধিকারিকরা সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে সূত্রের দাবি, মজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে একটি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগ থাকার অভিযোগের তদন্ত চলছে। যদিও কোন সংগঠনের সঙ্গে তাঁর যোগ রয়েছে, সে বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থার তরফে কিছু জানানো হয়নি। ফলে অভিযানের প্রকৃতি ও তার সত্যতা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না।

এদিনের অভিযানের পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই বাড়ির

পোশাক ছেঁড়া হয়েছে। দুটো এক কথা নয়। আর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তো যুক্তি দিয়েছিলেন, রাত বারোটায় পরের কথা। জামুইয়ের ঘটনা যে হয়েছে ভরসন্ধ্যায়। তার দায় কেন সম্রাটমশাই নেবেন! যদিও বিজেপির এক সাংসদই বলেছেন, বিজেপির জাতীয় সভাপতির রাজ্যে পুলিশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তা হলে এমন প্রতিজ্ঞা করতে যাওয়া কেন?

এমনিতেই রাজধানী নয়াদিল্লিতে মহিলা নিগ্রহ, ধর্ষণের ঘটনা অন্তর্বিহীন। সোমবারই যা নিয়ে উদ্বেগ-ক্ষোভ প্রকাশ করছে দেশের শীর্ষ আদালত। প্রশ্ন উঠছে, নির্ভার ঘটনার এক যুগ পরেও এত গাফিলতি কেন। পাশাপাশি আরও দুই ডাবল ইঞ্জিনের রাজ্যে দুটি ঘটনা নিয়ে হুটই প্রবল।

ওড়িশার চেন্দাল জেলার কপিলাশ শিব মন্দিরের পথে এক তরুণ ও তাঁর সঙ্গিনীর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা আবার সামনে এনেছে এক পুরোনো প্রশ্ন। ভারতের রাষ্ট্রাঘাটে মহিলাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কি শুধুই পুলিশের? নাকি সমাজের একাংশ নিজেরাই ঠিক করে দিতে চাইছে, একজন মহিলা

হেলিকপ্টারে বক্সায় আনার প্রস্তুতি অবশেষে কবজায় বাঘিনী

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৯ সেপ্টেম্বর : কোনও প্রিলার সিনেমার থেকে কম কিছু নয়। যাঁর খোঁজে এত আয়োজন, এত হইচই, অবশেষে তিনি ধরা দিলেন। বিহারের বাম্মীকি টাইগার রিজার্ভে মিলল বাঘিনী। আগামী ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীর দিনে বক্সা টাইগার রিজার্ভে সেই অতিথিকে ছাড়া হবে, এমন ঘোষণা আগেই হয়েছিল। তবে সাতদিন ধরে শত চেষ্টা করলেও বাঘিনী ধরা পড়ছিল না। প্রায় হাল ছাড়তে বসেছিল বন দপ্তর। খোদ রাজ্যের বনমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাঘিনী ধরা না গেলে বাঘ ধরার চেষ্টা করা হবে। এমনকি কিছুই পাওয়া না গেলে ২ তারিখের অনুষ্ঠান আদৌ হবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু মঙ্গলবার বিকেলে আচমকা বদলে গেল গল্পের প্লট। শেষমেশ ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু হল বাঘিনী। ফলে একদিকে যেমন বিহারের বন দপ্তরে ও বিহারে যাওয়া বিশেষজ্ঞদের দলের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে, তেমনই এই রাজ্যের বনকর্তাদের মুখেও হাসি ফুটেছে। এদিন বনমন্ত্রী মনোজ ওরাও



বাম্মীকি টাইগার রিজার্ভে কাবু হওয়ার পর। মঙ্গলবার।

সহ রাজ্যের কয়েকজন বনকর্তা বাঘিনী ধরা পড়ার খবর পেয়ে দ্রুত আলিপুরদুয়ার ফিরেছেন। মনোজ বলছেন, ‘২ তারিখের অনুষ্ঠানের সব রকম প্রস্তুতি চলছিল। তবে বাঘ বা বাঘিনী ধরা না পড়ায় চিন্তা ছিল। সেটা এদিন দূর হল। এখন তাকে দ্রুত আলিপুরদুয়ার আনার প্রক্রিয়া চলছে।’ আলিপুরদুয়ারে বাঘিনীর অবতরণও খাস হতে চলেছে। বনমন্ত্রী জানান, বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে রাতে বাঘিনীকে আলিপুরদুয়ার আনার চেষ্টা চলছে। তবে আবহাওয়া খারাপ থাকলে বৃধবার সকালে আনা হবে।

বাম্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে সড়কপথে বাঘিনীকে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে নিয়ে আসা হবে। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে হাসিমারা আনা হবে। আবার সেখান থেকে সড়কপথে বাঘিনী পৌঁছোবে বক্সা টাইগার রিজার্ভে।

এও জানা গিয়েছে, বাম্মীকি টাইগার রিজার্ভে যে ৩ বছর ব্যসি বাঘিনীকে বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেছিলেন, তাকেই ধরা হয়েছে। এটি আরও বড় স্বস্তির খবর। ২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাঘিনীকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে আলিপুরদুয়ারে আনার পরিকল্পনা

করা হয়। তবে আবহাওয়ার জন্য প্রথমে সমস্যা হয় অপারেশনে। এরপর বাঘিনী ধরা পড়ছিল না। বাম্মীকি টাইগার রিজার্ভের মানুষরা রেঞ্জের ওই বাঘিনীকে ধরার জন্য জঙ্গলের ভিতরে মোষ বেঁধে চারটি দল ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়ার জন্য তৈরি ছিল। সোমবার ওই বাঘিনী একটি মোষ শিকার করে। বনকর্তারা এরপর নিশ্চিত হয়ে যান, এবার হয়তো বাঘিনী বাগে আসবে। সেইমতো মঙ্গলবার সাফল্য এসেছে। এদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ওই বাঘিনীকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করা হয়। সেখানে বিহার ও এ রাজ্যের বনকর্তারা, কর্মীরা ছাড়াও ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির অধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। বাঘিনীকে রেডিও কলারও পরিণে দেওয়া হয়েছে।

এরপর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাকে ষাটায় রাখা হয়েছে। জঙ্গল থেকে বের করে আপাতত বাম্মীকি টাইগার রিজার্ভের ভিতরে সেক হাউসে রাখা হয়েছে। এদিন বনমন্ত্রী বনকর্মীদের যে কয়েকটি বল রাতদিন কাজ করে ওই বাঘিনী ধরতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কৃশি জানান।

আল-কায়দার

প্রথম পাতার পর

জঙ্গি সংগঠন ‘ইমাম মাহমুদের কাফেলা’ আসলে জামাভুল মুজাহিদিনের (জেএমবি) শাখা সংগঠন। বিশ্বে কুখ্যাত মুসলিম নেতাবাদী আল-কায়দার ভাবধারায় এই সংগঠনটি পরিণতিত হয়। আসলে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার মেবাইলে বিভিন্ন এনক্রিপ্টেড অ্যাপে কথোপকথন থেকে ধৃতদের নাম উঠে এসেছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে প্রথম অসম এবং ত্রিপুরা থেকে অসম পুলিশ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে সংগঠনটির হৃদস পাখ। তারপর তদন্তের ভার নেয় এনআইএ। তান্ত্রে জানা যায়, জেএমবি নেতা জুয়েল আল নতুন জঙ্গি সংগঠন ‘ইমাম মাহমুদের কাফেলা’ তৈরি করেছেন। আল-কায়দা’র ভারতীয় উপমহাদেশের নেতৃত্বের নির্দেশে ওই সংগঠন বাংলাদেশের পাশাপাশি দ্রুত বিস্তারিত হয় অসম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে। এইসব এলাকায় জেএমবির একাধিক স্লিপার সেল সক্রিয়। বাংলাদেশের মৌলভিবাজারের পার্বত্য এলাকায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিগিরও আছে ইমাম মাহমুদের কাফেলা’। এই সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে অসমে ধৃতদের মধ্যে দুজন বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। ২০২৩ সালের আগস্টে মৌলভিবাজারের শিবির থেকে জুয়েল সহ সংগঠনের ১৫ জন গ্রেপ্তার হন। পরে আরও ২৫ জন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ধরা পড়লেও বাংলাদেশে জুলাই অভ্যুত্থানের সময় গধিফাশেরা মুক্তি পেয়ে যান। গোয়েন্দাদের সন্দেহ, অনেকে নাম উঠে এসেছে, তাদের যেকোনো বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকতে পারেন।

মাদক উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৯ সেপ্টেম্বর :

ভারত-নেপাল সীমান্তে গলগলিয়ার হাতিবুকা গ্রামে সোমবার রাত্রে ৪৫৫ গ্রাম গ্রামে সুগার বাজয়াগুত করেছে অ্যাটিনাকটিক সেল ও এলএসবি। মমনমোহিন পানোয়ান মনে একজনকে দাবি থেকে একটি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও মাদক দ্রব্য মাপার ডিভিজনাল যন্ত্র উদ্ধার হয় ওই অভিযানে। পুলিশ মমনমোহেন ও তার বাবা রামজপকে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতের নির্দেশে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে বলে গলগলিয়া থানার আইসি রবিশংকর প্রসাদ জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে বাজয়াগুত মারকের মূল্য এক কোটি টাকার বেশি বলে মহকুমা পুলিশ অধিকারিক-২ মনোজকুমার সিং এর দাবি।

দিল্লিতে মমতা, পিছটান কেজরিদের

প্রথম পাতার পর

দিল্লিতে পৌঁছে মঙ্গলবার মমতা বলেন, ‘বৃধবারের বৈঠকে যা বলার বলব। আমাদের মূল লক্ষ্য নির্বাচন কমিশন।’ তিনি জানিয়েছেন, জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। আপের রাজ্যসভার সাসেদ সঞ্জয় সিং অবস্থা স্পষ্ট করেছেন যে, বৃধবারের বৈঠকে না গেলেও জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের প্রস্তাব আদা বিরোধীদের সঙ্গে রয়েছে। ডিএমকে-ও জোটের সঙ্গে থাকবে।

তবে জোট পরিস্থিতি বৈগতিক বুকে প্রয়োজনে এককভাবে জ্ঞানেশ বিরোধী আন্দোলনের কথা ভেবে রাখছে কংগ্রেস। মঙ্গলবার দলের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়। বৃধবার ‘ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের গতিপ্রকৃতি দেখে কংগ্রেস দলগতভাবে সিদ্ধান্ত নেবে বলে ঠিক হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণের পাশাপাশি ওই বৈঠকে নৈতিক কারণে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর ইচ্ছার দাবি তোলেন কংগ্রেসের সভাপতিরা সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

জ্ঞানেশের অপসারণ ও মোদীর ইচ্ছা ছাড়াও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এসআইআর প্রক্রিয়া অলিঙ্গিত স্থগিত, বাতিল ১৩ কোটি ৩০ লক্ষ ভোটারের নাম পূর্ববর্তী এবং প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। খাড়গে বলেন, ‘মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মোদি স রকারের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমারের আর এক মূর্ত্ত ওই পদে থাকার অধিকার নেই।’ তাঁর কটাক্ষ, ‘১০ বছর আগে নেটবিদ্দি করে ভারতের অর্থনীতি ধ্বংস করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ১০ বছর পর এবার ভোটবন্দি নাকব বয়তন্ত্র করে আমাদের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছেন।’ পালটা শুভেন্দু অধিকারী এগ্নে বলেন, ‘কেরলে এসআইআর-কে স্বাগত জানানো অন্য রাজ্যে একই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা কেন? জয়ী হলে এসআইআর গণতন্ত্রের সাফল্য আর পরাজিত হলেই সেই প্রক্রিয়া ক্রটিপূর্ণ। রাষ্ট্রনৈতিক সুবিধা অনুযায়ী অবস্থান বদলাচ্ছে কংগ্রেস।’

প্রথম পাতার পর

সমাজনা খুঁজতে দুপুর নাগাদ ওয়ার্ড মাস্টার সহ বারো অফিসারদের নিয়ে পুর কমিশনার জরুরি বৈঠকে বসেন। সাফাইকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। প্রশ্ন উঠছে, কর্মবিরতির কথা আগাম জানানো হলেও আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি এড়ানো গেল না কেন? দুপুরের পরও মহাবীরস্থান, হর্কাস কনরের মতো বাণিজ্যিক এলাকায় রাস্তার ধারে জুপাকারে আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। পুজোর ধারার চলছে, তাই বাবসারীদের একাংশ মাঝেমাঝেই কাড় হাতে এলিক-ওলিক পরিষ্কার রাখছে। মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ী আশোক দাস বলেন, ‘নিয়মিত সকাল দাচটার মধ্যে আবর্জনা তুলে নেওয়া হয়। তবে এদিন সাফাইকর্মীরা আসেননি। দোকানদের সামনে জঞ্জাল জমে থাকল।’ হর্কাস কনরের ব্যবসায়ী সুনীল পালের কথায়, ‘ক্রেতাদের চলাফেরায় রাস্তায় আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে। আমরাই আজ কাড় দিলাম।’

অন্যদিকে, ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মামণি সুত্রধর জানানলে, এদিন বাঁশিওয়ালা না আসায় উচ্ছিন্ন আশ্রয় আর্জনা বাড়িয়েই মজুত করে রেখেছেন। বৃধবারও না এলে খোলা জায়গায় ফেলা ছাড়া উপায় থাকবে না। ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বার্ণা

মণ্ডল বলেন, ‘বাড়িতে বালতি ভরে গিয়েছে আবর্জনায়া। কী করব, বুঝতে পারছি না।’

সংগঠনের তরফে ডাকা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে ভোগান্তি কতটা বাড়বে, তা এখনই স্পষ্ট নয়। পুর কমিশনারের দাবি, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে বাইরে থেকে ইচ্ছন জোগানো হচ্ছে। সাফাইকর্মীদের কাজে নামতে বাধা দিচ্ছেন কেউ কেউ। যদিও সংগঠনের তরফে সেই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সানি রাউত বলেনছেন, ‘আমরা সেই সাফাইকর্মীদের নিয়েই পথচ নেমেছি। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট না করে গণতান্ত্রিকভাবে কর্মবিরতি চলছে। যদি পুর কর্তৃপক্ষ আইনানুগ পদক্ষেপ করে, তাতেও কর্মবিরতিতে আঁচ পড়বে না। তবে, আমরা চাই পুর কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসে সমাধানসূত্র বের করুক।’ এদিন সকালে মিছিলে শামিল সাফাইকর্মীরাও স্বেচ্ছায় কর্মবিরতিতে অংশ নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

এদিকে, সাফাই কর্মচারী আন্দোলন মহাশয় বাম্মীকি সেবা সংঘের উত্তরবঙ্গের সভাপতি নীরজ বাম্মীকি জানিয়েছেন, দাবি এক হলেও পুজার মরশুমে তাঁরা কর্মবিরতিতে শামিল না হয়ে নিয়ম মেনে কাজ চালিয়ে যাবেন।

ফের স্বশাসিত শাসন ব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : পৃথক গোখাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছেন পাহাড়ের মানুষ। কেন্দ্রের পাশাপাশি এবার রাজ্যেও বিজেপি সরকার গঠন করায় দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে আশায় বুক বেঁধেছিলেন স্থানীয়রা। সমস্যা সমাধানে আলোচনার পথও খুলতে শুরু করেছে।

কিন্তু, দার্জিলিংয়ের বিজেপি বিধায়ক নমন রাইয়ের একটি বক্তব্য পাছাভুড়ে আলোড়ন ফেলে দিল নতুন করে। নমন বলেছেন, ‘অনেক লড়াই সংঘর্ষের পর পাহাড়ের জন্য দার্জিলিং গোখা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) এবং পরবর্তীতে গোখাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মতো স্বায়ত্ত শাসিত ব্যবস্থা বা অটোনমাস কাউন্সিল দেওয়া হয়েছিল। এবার আমরা আরও একটা নতুন অটোনমাস কাউন্সিলের দিকে এগোছি।’

নমরের কথার প্রেক্ষিতে অনীত থাপার ভারতীয় গোখা প্রজাতান্ত্রিক মোচার (বিজেপিএম) তরফে বলা হচ্ছে, ‘বিজেপি যে পাহাড়ের মানুষকে বোকা বানাচ্ছে, সেটা অনেক আগেই বোকা গিয়েছিল। বারবার গোখাল্যান্ডের আশ্বাস দিয়ে ভোট নিয়েছে, কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি। এবার ডাবল ইঞ্জিন সরকার নিয়ে মানুষ আশাবাদী ছিলেন। বিজেপি বিধায়কই তাঁদের হতাশ করলেন।’ তবে, বিজেপির শরিক গোখা জনমুক্তি মোচার সঙ্গপতি বিমল গুগুংয়ের কথা, ‘নমন কী বলেছেন, কেন বলেছেন- জানি না। এখনও কিছু ঠিক হয়নি। আলোচনা চলছে।’

গোখাল্যান্ডের দাবি শতবর্ষ পুরোনো। এই দাবিতে পাহাড়ে দফায় দফায় আন্দোলন হয়েছে, বড় মানুষের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিবার বড় আন্দোলনের পরে একটি করে অটোনমাস কাউন্সিল বা স্বায়ত্ত শাসিত ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। ‘৮০-র দশকে জিটিএ’র নাম বুলাসে পাহাড়ে নতুন নামে স্বশাসিত শাসন ব্যবস্থা ফিরছে? সেখানে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হবে সংস্কারে? কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যিসংয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসে। তারপরেই ১৯৮৬ সালে দার্জিলিং গোখা হিল কাউন্সিল (ডিজিএইচসি) নামে স্বায়ত্ত শাসিত ব্যবস্থায় রাজি হন যিশি। টানা ২০ বছর ডিজিএইচসি’র রাশ পুরোটাই যিসংয়ের হাতে ছিল। ২০০৭ সালে বিমল গুগুংরা মোর্চা তৈরি করে গোখাল্যান্ডের দাবিতে

আন্দোলনে নামেন। তাঁদের প্রধান দাবি ছিল, ডিজিএইচসি খারিজ করে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য গোখাল্যান্ড রাজ্য ঘোষণা করতে হবে। আন্দোলনকে তীব্রতর করে যিসংকে পাহাড়চ্যুত করেন বিমলরা। ২০১১ সালে সেই বিমলরাই গোখাল্যান্ডের বদলে জিটিএ নামক স্বায়ত্ত শাসিত ব্যবস্থায় রাজি হন। সে বছর জিটিএ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১২ সালে নিবর্তনের মাধ্যমে বিমল জিটিএ দখল করেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি ফের জিটিএ থেকে বেরিয়ে গিয়ে গোখাল্যান্ডের দাবিতে রাস্তায় নামেন।

কেন্দ্রে বিজেপির সরকার রয়েছে ২০১৪ সাল থেকে। রাজ্যেও এবার পদ্ম শিবির ক্ষমতায় এসেছে। ফলে, গোখাল্যান্ডের স্বধর্মপূর্ণ হবে, পাহাড়বাসীর মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল।

কিন্তু, শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ত্রিাক্ষিক আলোচনায় গিয়ে ‘রাজ্য বাবে অন্য আলোচনা’-এর বার্তা আশায় খানিকটা জল ঢেলেছিল। সেদিন অবশ্য স্থায়ী

বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যে হইচই পাহাড়ে

সমাধানের রুটম্যাপ তৈরি করতে মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিংয়ের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়। সবাই এখন সেই কমিটির রিপোর্টে অপেক্ষায়। বিটকি নতুন করে দিল দার্জিলিংয়ের বিজেপি বিধায়কের একটি কথা, ‘পাহাড় আরও একটি স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার দিকেই এগোছে।’

জানা গিয়েছে, দার্জিলিংয়ের হোটেল মালিকদের এক অসম্মান বক্তব্য রাখতে গিয়ে নমন এক কথা বলেন। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি জিটিএ’র নাম বুলাসে পাহাড়ে নতুন নামে স্বশাসিত শাসন ব্যবস্থা ফিরছে? সেখানে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হবে সংস্কারে?

বিজেপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, ‘এবার অন্তত কথা রাখুক বিজেপি।’ নমন অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়। তিনি সন্ধ্যায় বলেছেন, ‘যে আলোচনা চলছে, আমি সেটাই বলেছি। ভারতের সংবিধান স্বীকৃত সবোত্তম শাসন ব্যবস্থা দেওয়া নিয়েই কেন্দ্র-রাজ্য আলোচনা করছে।’

ব্র্যান্ডিংয়ে মিঠুন

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের পর্যটনশিল্পকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে বড় পদক্ষেপ করল পর্যটন দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের শ্রাব্টিও ও প্রচারের জন্য অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীর কাছে আবেদন জানানো পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। পর্যটনমন্ত্রীর এই প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন ‘মহাশুগু’। শংকর দাবি করেছেন, ‘রাজ্যের পর্যটনকে নতুন উচ্চায়নে পৌঁছে দিতে মিঠুন চক্রবর্তী রাজি হয়েছেন। তিনি শীঘ্রই উত্তরবঙ্গে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন।’

মঙ্গলবার কলকাতায় নিউ সেক্টরেটিয়ে বিল্ডিংয়ের পর্যটন ভবনে আসেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও অভিনেতা মিঠুন। সেখানে তিনি পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, বনমন্ত্রী মনোজ ওরাও, স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা এবং পর্যটন প্রতিমন্ত্রী বিশাল চক্রবর্তীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সুত্রের খবর, বৈঠকে উত্তরবঙ্গকে তুলে ধরতে মিঠুন চক্রবর্তী রাজ্যকে সর্বকলমভাবে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।’

বৈঠকে রাজ্যভূড়ে আরও নতুন নতুন পর্যটনস্থল তৈরি করা এবং বর্তমান পর্যটনস্থলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ চলছে।

পর্যটনমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনকে বিশ্ব মানচিত্রে বিরাত আকারে তুলে ধরতে চাইছি। নতুন নতুন পর্যটনস্থল খুঁজে বের করে সেগুলির প্রচার করা হবে।’ শংকরের দাবি, ‘রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে শিখমঞ্চের সঠিকভাবে তুলে ধরতে মিঠুনদার মতো একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে আমাদের পটভূমির প্রচার, প্রসার অর্থাৎ ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। মহাশুগু এই প্রস্তাবে রাজিও হয়েছেন।’ তিনি শীঘ্রই উত্তরবঙ্গে আসবেন বলে

বৈঠক শেষে পার্বত্য এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা বলেছেন, ‘মিঠুন চক্রবর্তীর সান্নিধ্য আমাদের কাজ করতে আরও উৎসাহ দিয়েছে। বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে উত্তরবঙ্গকে তুলে ধরতে মিঠুন চক্রবর্তী রাজ্যকে সর্বকলমভাবে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।’

কবে বাড়ি ফিরবি?

প্রথম পাতার পর

দূরে থাকা ছেলেমেয়ের কাছে পুজোর মানে হয়তো কয়েক দিনের ছুটি। মায়ের কাছে? সেই ক’টা দিন বুলতে গেলে বছরভরের অভিজ্ঞের। ছেলে হোক বা মেয়ে, দরজায় এসে দাঁড়ানোর আগের মুহূর্ত্ত পর্যন্ত তাই উৎকণ্ঠা যেন ক’টাতাই চায় না। ট্রেন দেরি করলে মন খারাপ, ফোনে নিরাপদ বোধ জন্মে, তেমনই দিনের আলোয় নিজের রাজনৈতিক মতপ্রকাশে ভ্রম পাবেন না। আদতে প্রমত্তা পদত্যাগ কিংবা আঙুল ভাঙার নয়। প্রশ্ন রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের। সেই দায়িত্বের উত্তর বক্তৃতায় নয়, পাওয়া যাবে প্রশাসন ও পুলিশের নিরপেক্ষ কাজে। দেবীপক্ষের আগে, দেবী আবাহনের আগে নারী নিরাপত্তার কথা ভাবা উচিত ভালো করে। ও হ্যাঁ, কোনও নারীকে পরোক্ষে গৃহবন্দি করে রাখার হুমকি আজকাল গ্রামীণ নেতাকেও মানায় না।

ছেউ ব্যবসা সামলানোর কাজে পম্পা এখন আরও বেশি করে ডুব দিয়েছেন। সত্যি, পুজো, ছেলেমেয়েদের বাড়ি ফেরা আর মায়ের মন। অজুত এক যোগসূত্র। এই বন্ধন পূর্ণতা পাবে তা আলিপুরদুয়ারের বাবুপাড়া নিবাসী বিমাকম্মী তনিমা সান্যাল জানেন বিলক্ষণ। কিন্তু আইআইটি পাশ করে চাকরিরত ছেলে অমুক অস্থির অস্থির ভাব, আর শেষপর্যন্ত ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করছেন সেই নিমেইযে। যেন পূর্ণ হয় না। মাস তিনেক ধরে এমনটাই যেন কোচবিহারের পম্পা ছেলেমেয়েদের প্রতিবারের পুজো-কটীন হয়ে গিয়েছে। মেয়ে ঈশিতা সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য কলকাতায় কোচিং নিচ্ছেন। পুজোর সময়টায় বাড়ি আসা বাদ। তবু বাড়ি ফেরার টিকিট কাটা আর তা কনফার্ম না হওয়া পর্যন্ত পম্পার উদ্বেগটা এবারও কটেনি, কী করব, মায়ের মন বলে কথা।’ মেয়ে আসছে শুনে নিশ্চিত হওয়ার পর নিজের

ধরে নিয়ে এখন থেকেই প্লান সেরে রেখেছেন। বন্দনার মেয়ে সুজেতা কলকাতায় বেধুন কলেজে ইংলিশ অনার্সের ছাত্রী। পুজোয় বাড়ি ফিরবেন ঠিকই। তবে পঞ্চমী পর্যন্ত কলকাতায় কাটিয়ে, এদিকের মা, ওদিকের মা... আমার সারা পুজোভূড়ে অজুত একটা মা মা গঙ্গা। পুজোয় মায়ের গায়ের সেই চেনা গন্ধটা খুঁজে বেড়ায় মাঝবয়সি সেই লোকটায়ও। সবরা মা আছে, লোকটার সেই মায়ের আশ্বাস। যদি অলৌকিক কিছু ঘটে গিয়ে শোনা যায় সেই, ‘কীরে, আর কতক্ষণ।’ ...শরতের সবালো বরে পড়া শিউলি লোকটার জলভরা চোখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

হাসপাতাল থেকে এশিয়াডে পদক

সোনা জিতে নজির নীরুর

আইচি, ২৯ সেপ্টেম্বর : লক্ষ্য সেওরান। ভারতীয় ক্রীড়াশ্রেমীর নামটা খুব একটা জানেন না। পরিচয়, ২০১৮ সালের এশিয়াডে রুপোজয়ী শুটার। লক্ষ্যর আরও একটা পরিচয় আছে। মঙ্গলবার শুটিংয়ে মহিলাদের ট্র্যাপ ইভেন্টে সোনা জিতে নীরু খান্নার মামাতো ভাই। লক্ষ্য ভারতীয় শুটিংয়ের রক্ষপথ থেকে দূরে চলে গিয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্যর থেকে বন্দুক নিয়ে শুটিং শুরু করা নীরু প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে এশিয়াডে ট্র্যাপ ইভেন্টে সোনা জিতে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন।

এলাভেনিল ভালারিভান, হিমাংশু ধিলো, এষা সিং এবারের এশিয়াডে রুপো পেয়েছেন। মনু ভাকের তো খুব তাড়াতাড়ি এবারের আসর ভুলতে চাইবেন। ফলে শুটিংয়ে ব্যক্তিগত বিভাগে সোনার খেজ জারি ছিল। মঙ্গলবার নীরু সেই অপেক্ষার অবসান ঘটালেন।

লক্ষ্যকে দেখেই শুটিংয়ে আগ্রহ তৈরি হয় নীরুর। কেরিয়ারে ব্রেক গু আসে চলতি বছরের জুলাইয়ে। ইতালিতে আইএসএসএফের বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম মহিলা হিসেবে ট্র্যাপে সোনা জেতেন ২৬ বছরের নীরু। এদিন সকালে মহিলাদের ট্র্যাপের

টিম ইভেন্টে অসীমা আহলওয়াত ও মনীষা কিরকে নিয়ে ভারতের রুপো জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন হরিয়ানার এই শুটার। সেই আত্মবিশ্বাস ব্যক্তিগত ইভেন্টের শুরু থেকেই নীরুর পারফরমেন্সে দেখা যাচ্ছিল। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ১১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিলেন।

ফাইনালে শুধু সোনা জেতাই নয়, ৩০-এর মধ্যে ২৮ স্কোর করে নতুন এশিয়ান রেকর্ড গড়লেন নীরু। বৃষ্টিভেজা আইচিত্রে এদিন নীরুর ২৮ নম্বর শট টার্গেটে লাগার পর সেলিব্রেশন করতে গিয়ে ছাতাই কেও ফেলেন ভারতীয় ট্র্যাপ দলের কোচ পিটার উইলসন। কারণ তিনি জানতেন, এবার সোনা আসছেই। পরে সোনার পদক গলায় নিয়ে নীরু বলেছেন, ‘উইলসন স্যর অল্পদিন হল দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। খুব সহজভাবে পরিকল্পনা করেন। যা বাস্তবে প্রয়োগ করতে সুবিধা হয়। তাছাড়া আমি ব্যক্তিগত কোচ মানশের সিংয়ের অধীনে গত ছয় বছর অনুশীলন করছি। উনি কমনওয়েলথ

গেমস পদকজয়ী। আমার কেরিয়ারে ওঁর অবদান অনেকটা। এই সোনা জয়ের উপলব্ধি ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। এশিয়াডে সোনা জয়, পোডিয়ামে জাতীয় সংগীত শোনা-গর্বের মুহূর্ত।’ আইচিত্র প্রতিকূল আবহাওয়ায়কে টেকা দেওয়ার রহস্যও ফাঁস করেছেন নীরু। বলেছেন, ‘আমরা জনতাম, আবহাওয়া ভালো থাকবে না। তাই বৃষ্টির মধ্যেও অনুশীলন করেছি। তবে প্রতিটি দেশের আবহাওয়া আলাদা হয়। কিছুটা সমস্যা তো হয়েইছে। তবে লক্ষ্য ছিল ফোকাস ধরে রাখা।’

মঙ্গলবারের এই সোনা লম্বুহুতগুলি হয়তো নীরুর জীবনে আসতে ই না। প্রতিযোগিতার ১০ দিন আগে অজানা জ্বর নিয়ে ভোপালের



সোনা জয়ের পর মহিলাদের ট্র্যাপে নীরু খান্না। ছবি : পিটিআই

পদক তালিকা				
স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১	চীন	১৪৩	৬২	৪৯
২	জাপান	৪৫	৭১	৬৭
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	২৪	২৭	৪৪
৪	উজবেকিস্তান	১৪	১৭	১৩
১০	ভারত	৬	২১	২৫

হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন নীরু। পাঁচদিন কিছু খেতে পারেননি। এশিয়াডে অংশগ্রহণ নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁর পাশে ছিলেন মানশের। এই প্রসঙ্গে নীরু বলেছেন, ‘এই সোনা পরিবার, মানশের স্যর, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও এশিয়াডে ভারতের হয়ে ট্র্যাপে প্রথম সোনা জয়ী প্রয়াত রাজা রণধীর সিংকে উৎসর্গ করলাম। অসুস্থতার সময় পরিবার, মানশের স্যর পাশে না থাকলে আজকের দিনটা আমার জীবনে আসত না।’ শুটারদের মতো বন্ধারদেরও দিনটা ভালো গেল। এশিয়াডে টানা দ্বিতীয়বার ব্রোঞ্জ জিতলেন নরেন্দ্রের বেরওয়াল (পুরুষদের ৯০ উর্ধ্ব কেজি)। পুরুষদের ৮০ কেজিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উজবেকিস্তানের ফাজলিদ্দিন এরকিনবোয়েভকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে উঠলেন অশ্বশ পাঙ্জাল। মহিলাদের ৬৫ কেজিতে খেতাবি লড়াইয়ে জয়গা করে নিয়েছেন পারভীন ছড়া।

নাগোয়া, ২৯ সেপ্টেম্বর : এলাভেনিল ভালারিভান, হিমাংশু ধিলো, এষা সিংয়ের অল্পের জন্য পোডিয়ামের শীর্ষস্থানে দাঁড়াতে না পারার হতাশা মঙ্গলবার সকালে মিটিয়ে দিয়েছিলেন নীরু খান্না। বিকেলে নীরুর সোনা লি সাফল্যের শরিক ভারতীয় মহিলা অ্যাথলিটরাও। এবারের এশিয়াডে অ্যাথলেটিক্স থেকে ভারতের ঘরে প্রথম সোনা এল মহিলাদের ৪৫৪০০ মিটার রিলে দলের হাত ধরে। সঙ্গে চলতি আসরে দূরত্ব ফর্ম ধরে রেখে পদকের হ্যাটট্রিক করে ফেললেন গুলবীর সিং।

অ্যাথলেটিক্স যে এবারের এশিয়াডে ভারতের নতুন মেডেল ব্যাংক হয়ে উঠেছে, এই

পদকের হ্যাটট্রিক বিখ্যা, গুলবীরের

পর্ববন্ধুদের মধ্যে কোনও ভুল নেই। পদক তালিকায় দেশকে ‘সচল’ রাখার দায়িত্বটা অ্যাথলিটরা দৃঢ়তা পালন করছেন আইচি-নাগোয়ায়। এদিন নাগোয়ার মিজুহো পার্ক অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামের বৃষ্টিভেজা ট্র্যাকে পা হরকে ওয়াশ নয়, বরং দেশকে সোনা লি বিকেল উপহার দিলেন বিখ্যা রামরাজ, কিরণ পাহাল, মাকেস্তিরা পুভামা ও প্রাচী চৌধুরী। ৩ মিনিট ২৯.৬৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জিতে নিল ভারতীয় মহিলা রিলে দল।

১৯৯৪ সালের হিরোশিমা গেমসের পর প্রথমবার এশিয়াডের অ্যাথলেটিক্স থেকে সোনা না জেতার মুখে দাঁড়িয়েছিল ভারত। আশঙ্কা বাড়িয়ে কিরণ প্রথম লেগে শুরুটা বীরে করেছিলেন। তিনি



৫ হাজার মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ জয়ের পর ট্র্যাকে চুমু গুলবীর সিংয়ের। মঙ্গলবার।



মহিলাদের ৪৫৪০০ মিটার রিলেতে সোনা জয়ের পর উজ্জ্বল কিরণ পাহাল, প্রাচী চৌধুরী ও বিখ্যা রামরাজের। মঙ্গলবার। ছবি : পিটিআই

তৃতীয় স্থানে থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় লেগের জন্য পুভামাকে ব্যাটন পাস করেন। এখান থেকেই শুরু হয় ভারতের সোনা লি দৌড়। কিরণের খামতি মিটিয়ে দলকে প্রথম স্থানে এনে পুভামা তৃতীয় লেগের জন্য প্রাটিকে ব্যাটন ছাড়েন। মহিলাদের ৪০০ মিটারে ব্রোঞ্জজয়ী প্রাচী তৃতীয় লেগে কোনও ভুল করেননি। চতুর্থ লেগে ছিলেন সোমবার পিটি উবার ৪২ বছরের রেকর্ড ভেঙে মহিলাদের ৪০০ মিটার হার্ডলে

ব্রোঞ্জজয়ী বিখ্যা। শেষ লেগে শুকুর সময় বিখ্যার ঘাড়ের উপর নিষ্কাশ ফেলছিলেন বাহবীরের সালওয়া-ই-দ-নাসের। জোড়া ব্রোঞ্জ আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থাকা বিখ্যা নার্ড ধরে রেখে দেশকে ফিনিশিং লাইন পার করানোর পাশাপাশি এবারের এশিয়াডে নিজের তৃতীয় পদক নিশ্চিত করেন।

শুধু বিখ্যা নন, রিলের বাকি দুই দলও আজ ফুটিয়েছে। ৪৫৪০০ মিটার মিশ্রভা ইভেন্টে ব্রোঞ্জ এসেছে ভারতের। সেই দলে ছিলেন



তিন উইকেট নেওয়ার পর শামস মুলানি। মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে মাঠে।

থাক্ক দিতেও রাশ আলগা পাডিকালদের

পুদুচেরি, ২৯ সেপ্টেম্বর : শুরুতে ১৬ রানে ৩ উইকেট। মাঝের সেশনে ১০৪/৫। যদিও দারুণ শুকুর পরও রাশ আলগা ভারতীয় ‘এ’ দলের। থাক্ক সামলে প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ ৭ উইকেটে ২৮২ রান তুলেছে। বাঁহাতি স্পিনার শামস মুলানি (৭৭/৩) ও পেসার নচিকেত ভূতের (৩৫/৩) যুগলবন্দিতে বেসরকারি টেস্টে লাক্শের আগে ঠক্কানি শুরু হয়ে যা়। প্রথম বেসরকারি টেস্টে অজি ‘এ’ দলকে হারাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন মুলানি। এদিনও যে দাপট অব্যাহত।

অধিনায়ক পিটার হ্যান্ডসকোথ (০), স্যাম কনস্টাস (২), জোশুয়া সিলিক্সে (৫), নাথান ম্যাকসুইনিরা (৩৪) যার সামনে সুবিধা করতে পারেননি। কিন্তু সাত নম্বরে নেমে অপরাজিত ১০১ রানের লড়াকু ইনিংস খেলার গতিপ্রকৃতি বদলে দেন উইকেটকিপার-ব্যাটার স্যাম হাপার। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন জেসন সান্জাবাও (৪৬)। অস্তিম সেশনে ষষ্ঠ উইকেটে লিয়াম স্কলকে (৩৪) নিয়ে ৮৪ ও সপ্তম উইকেটে টড মার্কির (৩৩) সঙ্গে হাপারের ৮৯ রানের জুটি ভারতের ভালো শুরুতে জল ঢালে।

শেষ চারে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি ভারত

নিশিন, ২৯ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। গতকাল কোয়াটার্শ ফাইনালে কোনও বল না খেলেই শেষ চারের টিকিট পেয়েছিল মেন ইন ব্লু। এদিন বৃষ্টির দাপটে ভেঙে যায় শ্রীলঙ্কা-নেপাল ম্যাচও। হিমালয়ের দেশ নেপালের (১৪ নম্বর) তুলনায় রায়কিয়ে এগিয়ে থাকার সুবাদে সেমিফাইনালের টিকিট পেয়ে যায় শ্রীলঙ্কা (৯ নম্বর)। বৃহস্পতিবার নিশিনে ভারতের মুখোমুখি হবে দ্বীপরাষ্ট্র।

অপর সেমিফাইনালে পাকিস্তান-বাংলাদেশ দ্বৈরখ।

মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কোয়াটার্শ ফাইনাল ম্যাচও এদিন বৃষ্টিতে ভেঙে যায়। ফলস্বরূপ, কোনও বল না খেলেই বাকি তিন সেমিফাইনালিস্টের মতো শেষ

ভেস্টে গোল বাকি দুই ম্যাচও

চারে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। দুইটি সেমিফাইনালই অনুষ্ঠিত হবে ১ অক্টোবর। ভারতীয় সময় ভোর ৫টা থেকে পাকিস্তান-বাংলাদেশ, সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে ভারত-শ্রীলঙ্কা। শনিবার

১০০ মিটার দৌড়ে পদক মিস করা গুরিন্দারবীর সিং। ভারতের এদিনের পদকযাত্রা শেষ হয় পুরুষদের ৪৫৪০০ মিটার রিলেতে ব্রোঞ্জ জয়ের মাধ্যমে। ধরমবীর চৌধুরী, মনু চৌকিনালিন, জয় কুমার ও বিশাল থোমারাসু সমৃদ্ধ ভারতীয় দল ৩ মিনিট ১.৬১ সেকেন্ডে দৌড় সম্পূর্ণ করে।

বিখ্যার মতো পদকের হ্যাটট্রিক সেরে ফেলেছেন ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের অন্যতম মুখ গুলবীর। পুরুষদের ১০ হাজার ও ১৫০০ মিটারে রুপো জয়ের পর এদিন ৫ হাজার মিটারে ব্রোঞ্জ পদক গলায় ঝোলান তিনি। যার ফলে ১৯৮৬ সালে উষার পর প্রথম ভারতীয় হিসেবে এশিয়াডের একটি আসরে অ্যাথলেটিক্সে তিনটি ব্যক্তিগত বিভাগে পদক জয়ের নজির গড়লেন গুলবীর। এদিন তিনি ১৩ মিনিট ৩২.৭৫ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করেন।

উষার রেকর্ডে ভাগ বসালেও সোনা জিততে না পারার হতাশা কিছুটা রয়েছে গুলবীরের। বলেছেন, ‘রেকর্ডের কথা জানতাম না। কারণ এসব পরিসংখ্যান আমার ঢোকে না। আমি ২০২১ সালে দৌঁদোনা শুরু করেছি। আমি জন্মানোর আগেই উষা ম্যাম চারটি পদক জিতেছিলেন। আমার কোনও দৃংখ নেই। তবে ভেবেছিলাম, পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে সোনার পদক নিয়ে জাতীয় সংগীত শুনতে পাব। কিন্তু সেটা হল না।

আশা করি, পরেরবার হবে।’ রিলে দলের দাপাদাপির মধ্যে ২৪ বছরের ধরা কাটালেন পূজা সিং। ২০০২ সালের ববি আলয়ারিসউসের পর প্রথম ভারতীয় হিসেবে এশিয়াডে মহিলাদের হাই জাম্পে পদক জিতলেন তিনি। ১৯ বছরের পূজা ১.৮৮ মিটার লাফিয়ে অনেকটা সময় সোনা জয়ের দৌড়ে ছিলেন। কিন্তু ১.৮৭ মিটার টপকাতে না পারায় তাঁকে ব্রোঞ্জ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অন্যদিকে দূরত্ব প্রত্যাবর্তনে কাতারকে ২৬-২৮, ২৫-২৭, ২৫-২৩, ২৫-২০, ২৪-২২ পয়েন্টে হারিয়ে পুরুষদের ভলিগলের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল ভারত। ৪০ বছরের আক্ষেপ মিটিয়ে পদক জয়ে চোখ জেরাম বিনীথ ব্রিগেডের।

নেশনস লিগে জয় ফ্রান্সের

ব্রাসেলস, ২৯ সেপ্টেম্বর : টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জয়। জিদানের প্রশিক্ষণে ফ্রান্স ছুটছে। নেশনস লিগের ম্যাচে বেলজিয়ামকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ফরাসিরা। ম্যাচের ৮৮ মিনিটে নিজেদের অর্ধ থেকে বল ধরে দারুণ সোলো রানে প্রতিপক্ষ বক্সের কাছে গিয়ে ফিনিশ করেন মাইকেল ওলিসো। ফরাসি মিডফিল্ডের বিশ্বমানের গোল দেখে আবেগ চেপে রাখতে পারেননি খোদ জিদানও। তিনিও আনন্দে ঢোটে সাইড লাইনে থাকা একটি বলে লাথি মেরে বসেন।

নেশনস লিগের অপর ম্যাচে

তুরস্ককে ৪-১ গোলে হারিয়েছে ইতালি। চারাররের বিশ্বজয়ীর হয়ে গোল করেন বাস্তোনি, ফ্রান্সেসি, কায়াদে ও এসপোসিতো। তুরস্কের গোলদাতা বরিস আলপার। এদিকে সুইডেনের কাছে ৩-১ গোলে হেরে গিয়েছে পোল্যান্ড।

ধোনিদের বোলিং কোচ মোহিত

চেন্নাই, ২৯ সেপ্টেম্বর : জাহির খানের পর মোহিত শর্মা। চেন্নাই সুপার কিংসের সাপোর্ট স্টাফ টিমে ভারতীয় দলের আরেক প্রাক্তন পেস বোলার। হেডকোচ হিসেবে কয়েকদিন আগেই সিঁকছেন ফ্রেমিংয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জাহির। মোহিতের কাঁখে বোলিং কোচের দায়িত্ব। এরিক সিমসের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন তিনি। চেন্নাই সুপার কিংসের সিইও কাশী বিশ্বনাথন বলেছেন, ‘আমাদের নতুন বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন মোহিত। মোহিতের নাম প্রস্তাব করলেই হেডকোচ জাহির খান। খেলোয়াড় হিসেবে সিএসকে-র হয়ে সাফল্য পেয়েছেন। অতীতে দলের সাফল্যে অবদান রেখেছেন। আসা করব বোলিং কোচ হিসেবেও যা বজায় থাকবে। জাহিরের প্রস্তাবমামফিক বাগ্গি সাপোর্ট স্টাফের জায়গায় আগামী সপ্তাহের মধ্যে পূরণ করা হবে।’ মোহিত মোট ৪ বছর চেন্নাইয়ের হয়ে আইপিএলে খেলেছেন। মাহেন্দ্র সিং খোনির নেতৃত্বে ২০১৪ সালে আইপিএল জয়ের অন্যতম কারিগরও ছিলেন মোহিত।

পেনাল্টি নষ্ট করে ড্র মোহনবাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (লি) নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-১ (এথিয়ান)

সুশ্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : দলের গোলস্কোরিং দক্ষতায় সন্তুষ্ট ১-১ ড্রয়ের পর বেরিয়ে এসেই প্রম্ভা শুনে এক করুণ হাসি গ্রিক কোচের মুখে। দুই দলই সেমিফাইনালে পৌঁছে যায় ম্যাচের আগেই। ফলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি তো প্রথম একাদশে কোনও বিদেশিই রাখেনি। আর মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলারদের দেখে মনে হচ্ছিল না, বাড়তি পরিশ্রমের তেমন কোনও আগ্রহ আছে। ফলে ম্যাচটা কোনও সময়েই উচ্চতায় উঠল না। আপাতত বৃষ্টি বন্ধ কলকাতায়। প্যাচপ্যাচে গরমে আইএফএ দুপুর আড়াইটে থেকে ম্যাচ দিল ফ্রেক আলোর খরচ বাঁচাতে। তবু মোহনবাগান অ্যাটাক লাইনের কাছে প্রথমার্ধে কেন একটাও সঠিক অর্ধে গোলের মুভ নেই, এই প্রশ্নের উত্তরে অজুহাত ছাড়া দেওয়ার মতো কিছু নেই। মেমন প্যানাজিওস দিলস্পেরিস বলে গেলেন, ‘আমরা ৬৩টি সেশন করছি। যার মধ্যে ৪৫ বার ফিনিশ করেছে। এই অ্যাটাকরা। বিশেষ করে ম্যাকা (জেমি ম্যাকলারেন) একেবারে অন্য পযায়ের ফুটবলার। আজ আমি সন্তুষ্ট নই কারণ আমরা গোলের সুযোগ গেলোও বক্সে সঠিক কাজটা করতে পারিনি। তবে এরাই একবার গোল করতে শুরু করলে আর থাকবে না।’ বিরতির পর ম্যাকলারেন এবং মিলেজ ফিল্ডয়েরা মাঠে নামতেই গোল এল। ৪৯ মিনিটে দেজন ড্রাজিকের ক্রস ম্যাকলারেন ব্যাক হেড করে নামিয়ে দিলে লি আরউইনের জমি ঘেঁষা শটে গোল। প্রথমার্ধে লি মাঝমাঠ থেকে যে সাহায্যটা পাচ্ছিলেন



গোলের পর মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লি আরউইন। মঙ্গলবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

না, সেই অভাবটাই পূরণ করেন ম্যাকলারেন ও মিশুয়েল এসে। তবে বেশিক্ষণ মাঠে থাকতে পারেননি অজি স্টাইকার। কুঁচকিতে লেগে যাওয়ায় বেরিয়ে যেতে হয় তাঁকে। তার আগেই অবশ্য গোল খেয়েছে মোহনবাগান। ৭১ মিনিটে মাঠে নামার পর প্রথমটাচ্ছে গোল এথিয়াস গঞ্জালসের। একাই তিন টাচে বল নিয়ে চলে যান। মোহনবাগান



মোহনবাগানের ভিডিআইপি বক্সে বসে খেলা দেখছেন হোসে রায়মিরেজ ব্যারেটো।

হোসে রায়মিরেজ ব্যারেটো। ম্যাচ শেষে গেলেন মিশুয়েলের সিলিক্সে (৫), নাথান ম্যাকসুইনিরা (৩৪) যার সামনে সুবিধা করতে পারেননি। কিন্তু সাত নম্বরে নেমে অপরাজিত ১০১ রানের লড়াকু ইনিংস খেলার গতিপ্রকৃতি বদলে দেন উইকেটকিপার-ব্যাটার স্যাম হাপার। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন জেসন সান্জাবাও (৪৬)। অস্তিম সেশনে ষষ্ঠ উইকেটে লিয়াম স্কলকে (৩৪) নিয়ে ৮৪ ও সপ্তম উইকেটে টড মার্কির (৩৩) সঙ্গে হাপারের ৮৯ রানের জুটি ভারতের ভালো শুরুতে জল ঢালে।

পাক বোর্ডের বড় দায়িত্বে আসছেন শোয়েব

ইসলামাবাদ, ২৯ সেপ্টেম্বর : পাক ক্রিকেট চলতি পালান্দলে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে চলেছেন শোয়েব আখতার। বরাবরের ঠোঁটকাটা শোয়েব। বাঁবালাে বক্তব্যে বারোবারে কাঠগোড়ায় তুলেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকেও। সেই শোয়েবেই পাক ক্রিকেটের প্রশাসনিক কাজে লাগাতে আগ্রহী স্বয়ং মহাসিন নকভি।

আধিকারিক বলেন, ‘কয়েক সপ্তাহ আগে শোয়েবের বড় ভাইয়ের মৃত্যুর সময় নকভি সমবেদনা জানিয়েছিলেন। শোয়েবের সঙ্গে কথাও বলেন। নকভির ব্যবহারের পর সুর নরম শোয়েবের। একধাপ এগিয়ে টিম নকভিতে শোয়েবের অন্তর্ভুক্তি কার্যত নিশ্চিত। অপেক্ষা শুধু সরকারি ঘোষণার।’

শোয়েব। বৈঠকে পাক ক্রিকেট উন্নয়ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় শোয়েবকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

আশলে নফকের পদত্যাগে তৈরি হওয়া শূন্যস্থান দ্রুত পূরণ করতে চাইছে পিসিবি।

নকভিকে ছেঁটে এসিসি-তে তামিম!

সবকিছু ঠিকঠাক চললে, শীঘ্রই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে দেখা যাবে শোয়েবকে। একইসঙ্গে ফিল্ডিং কোচ শেন ম্যাকভারমট, বোলিং কোচ

এদিকে, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলে (এসিসি) পরিবর্তনের হাওয়া। খবর, নকভিকে ছাটাই করে তামিম ইকবালকে এসিসি-র শীর্ষপদে



পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার গৌরব সাউ।

শুরু করার সম্ভাবনা বেনিয়ার ফান্ডেজের। দুই প্রান্তে ইস্টবেঙ্গলের বাজি হতে পারেন রোহিত কুমার ও মহম্মদ আদিস ফান। অজি তারকা ইকোনোমিস্টকে নতুন ভূমিকায় দেখার সম্ভাবনা প্রবল। তাঁকে নম্বর ঠেন হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ইস্টবেঙ্গলের। আপছন্টে ডেভিড লালহালানসাক্সার সঙ্গী রোহিত দানু। পরে পরিবর্ত হিসাবে মহম্মদ বসিম রশিদ আসতে পারেন। এদিন অনুশীলন করেনি জেসিন টিকে। সারাক্ষণ সাইডলাইনে গা ঘামালেন। নয়া বিদেশি লুকাস জোলিনস্কিও এদিন অনুশীলনে আসেননি। কোচ হাবাস অবশ্য অনুশীলন শেষে বলে গেলেন, ‘আমার দলের পাঁচ বিশেষি তৈরি রয়েছে। নয়া বিদেশি জোলিনস্কি এখনও অনুশীলনে যোগ দেয়নি। তাই ও কেমন অবস্থায় আছে বলতে পারব না। তবে একাধিক ম্যাচের আগে হাতে বেশ কয়েকদিন সময় আছে।’

রোকো শোয়ের অপেক্ষায় গুয়াহাটি

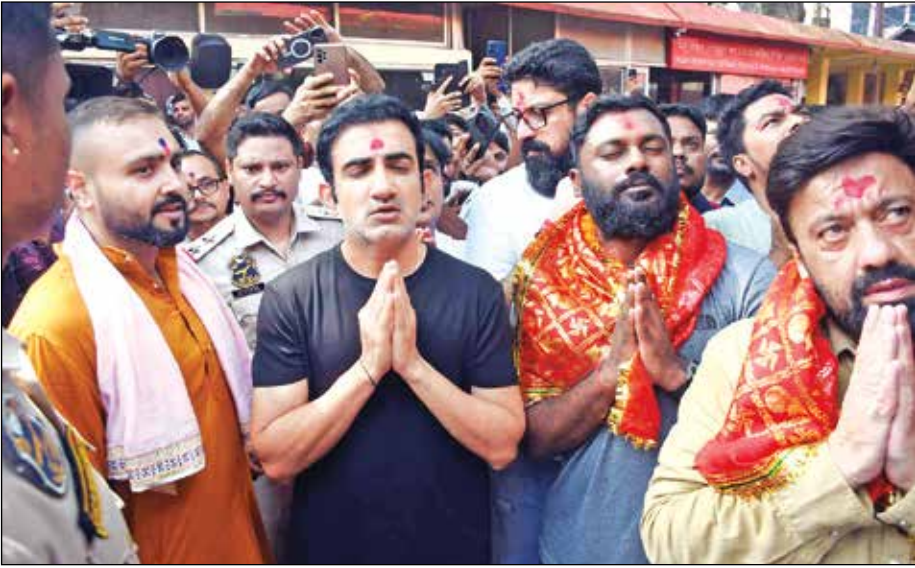
গুয়াহাটি, ২৯ সেপ্টেম্বর : এখনও কার্টেনি বিশ্বায়ের ঘোর। এমন অভিমানবীয় ব্যাটিং কীভাবে সম্ভব, চলছে চর্চা। আর তার মধ্যেই তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ডের মাঠের পর এবার ক্রিকেট দুনিয়ার নজরে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠ।

বুধবার গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। সেই ম্যাচের আগে সবকিছুকে ছাপিয়ে আলোচনায় বিরাট কোহলি। সিরিজের প্রথম ম্যাচে বিরাটের চ-বলে অপরাধিত ১৩৯ রানের ইনিংস নিয়ে এখনও চলছে আলোচনা। সঙ্গে

আজ জিতলেই সিরিজ ভারতের

রোহিত শর্মাকে নিয়েও চলছে চর্চা। প্রথম একদিনের ম্যাচে ভালো শুরু রান হিটম্যান বড় রান পাননি। দলের জয়ের পর রাতে টিম হোটলে ফেরার সময় বাস থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন রোহিত। সেই ভিডিও ভাইরাল হতে সময় লাগেনি।

এমন অবস্থায় আগামীকাল রোকো শোয়ের প্রহর গুনছে বর্ষাপাড়ার ক্রিকেট মাঠ। টিকিটের উদ্ভূত চাহিদা রয়েছে। সঙ্গে স্থানীয় ক্রিকেটমহল ধরেই নিয়েছে, আগামীকালই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ পকেটে পুরে ফেলবে টিম ইন্ডিয়া। গ্রিনফিল্ডের মাঠে টিম ইন্ডিয়া ক্রিকেটের সব বিভাগে যে



দ্বিতীয় ওডিআইয়ের আগে কামাখ্যা মন্দিরে পূজা দিলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে।

দাপট দেখিয়ে এক বছর পরের একদিনের বিশ্বকাপ অভিযানের কাউন্টডাউন শুরু করে দিয়েছে। তারপর শুভমান গিলদের নিয়ে চর্চা চলবে, এটা ই স্বাভাবিক। গতরাতে তিরুবনন্তপুরম থেকে গুয়াহাটি পৌঁছানোর পর আজ ভারতীয় দল ছিল পূর্ণ বিশ্রামে। বিকেলে দলের স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে হাজির হয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। কালকের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের তুলনায় বাহুতুলের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন ছিল কোহলি বিশ্বায় নিয়ে। ভারতীয় দলের স্পিন বোলিং কোচ বলেছেন, 'বিরাট এমন একজন ক্রিকেটার, যে

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দ্বিতীয় ওডিআই আজ
সময় : দুপুর ২টা
স্থান : গুয়াহাটি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস
নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

সবসময় কিছু করে দেখাতে চায়। শেষ কয়েক বছরে প্রতিটা সিরিজ ও ম্যাচে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করে চলেছে ও। আর শুধু একা বিরাট কেন, রোহিতকেও সেই দলে রাখতেই হবে।' গুয়াহাটির ঐতিহাসিক কামাখ্যা

মন্দিরে আজ সকালে পূজা দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। দলের সফল কামানায় তিনি পূজা দেবেন, সেটাই স্বাভাবিক। যদিও গম্ভীরের একদিনের স্ক্র্যাডে রোকো থাকায় কোচ হিসেবে তাঁর অনেক কাজই সহজ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো আগামীদিনে আরও বেশি করে সেটা হবে। গ্রিনফিল্ডের মাঠে কোহলি ম্যাচিক ভারতীয় দলের বর্ধতার কিছু দিক ঢেকে দিয়েছিল। বিশেষ করে বোলিং নিয়ে থাকা উদ্বেগ এখনও রয়েছে। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার সঙ্গে নতুন বলে শুরু করেছিলেন অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি। বর্ধাও হয়েছে। ভারতীয় টিম

ম্যানোজমেন্ট নীতীশকে হার্দিক পাণ্ডিয়ার পরিবর্তে ভাবার চেষ্টা করলেও তিনি যে হার্দিক নন, প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। আগামীকাল কি নীতীশ প্রথম একাদশে থাকবেন? সেই প্রশ্নও উঠেছে। যদিও টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, দুদান্তিভাবে দাপট দেখিয়ে প্রথম ম্যাচ জেতার পর দলে পরিবর্তন চাইছেন না কোচ গম্ভীর। ফলে গত ম্যাচে আন্তর্জাতিক অভিষেক হওয়া নমন ধীরও আরও একটা সুযোগ পেতে লেগেছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম একাদশে একটা পরিবর্তন হচ্ছে। শেরফানে রাদারফোর্ড ব্যক্তিগত কারণে প্রথম ম্যাচ খেলেননি। তিনি আগামীকাল দলে ফিরছেন বলে খবর। সম্ভবত প্রথম ম্যাচে শতরান করা জাস্টিন ব্রিসের পরিবর্তে তিনি দলে ঢুকছেন। শতরান করার পথে কাফ মাসলে চোট পেয়েছিলেন হিউস। যার জন্য দ্বিতীয় ওডিআই থেকে তিনি ছিটকে গিয়েছেন।

কিন্তু তারপরও প্রশ্ন, টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আসে কি প্রতিরোধ গড়তে পারবেন ক্যারিবিয়ানরা? ক্রিকেটপ্রেমীদের মতো তারাও কোহলি বিশ্বায়ের মধ্যে রয়েছেন। সেই ঘোর না কাটতে বুধবারই সিরিজ জিতে নেবেন শুভমানরা। তাছাড়া ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, বর্ষাপাড়ার মাঠের বাইশ গজ ব্যাটিং সহায়ক। ফলে বড় রানের ম্যাচের অপেক্ষায় ক্রিকেট দুনিয়া। আর সেই বড় রানের কারিগর হিসেবে রোকো কি সফল হলে ভারতের সিরিজ জয় যেমন নিশ্চিত হবে। ঠিক তেমনই ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের প্রস্তুতিও যে সঠিক পথেই চলছে, তাও প্রমাণ হয়ে যাবে।

‘সময়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে’

এতটুকু বদলায়নি বিরাট : রোহিত

গুয়াহাটি, ২৯ সেপ্টেম্বর : প্রায় দুই দশকের সম্পর্ক। ২০০৭ সালে ভারতীয় দলে পা রাখেন মুখ্য ক্রিকেটের সেনাদের তরুণ তুর্কি রোহিত শর্মা। পরের বছর বিরাট কোহলি। সেই শুরু। প্রায় একইসঙ্গে উত্থান, সাফল্যের খাপ পেরোনো। দুইজনেই আপাতত দাঁড়িয়ে কেরিয়ারের শেষ পর্বে। দীর্ঘ যে পথ একসঙ্গে পাড়ি দেওয়ার স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে বিরাট-আবেগে ভাসলেন রোহিত। জানান, গত প্রায় দুই দশকে বিরাটের সঙ্গে সম্পর্কের রসায়ন ক্রমশ গাঢ় হয়েছে। যা দাঁড়িয়ে বন্ধুত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর।

বেশ উপভোগ করেন, জানাতে ভুললেন না রোহিত। বলেছেন, 'শুরু থেকেই আমরা একসঙ্গে। তবে এটা (রোকো বলা) সম্ভবত শুরু হয় অস্ট্রেলিয়া সফর বা তারপর থেকে। যখন টিভিতে এটা দেখানো হয়, আমরা মজা করি। আসলে মানুষ মশলা খোঁজে। এটাও সেই রকমই।'

ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাটের ভূমিকা নিয়েও অকপট হিটম্যান। রোহিত বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট, দলের প্রতি ওর অবদান নিয়ে কোনওরকম প্রশ্ন চলে না। সবকিছুই সবার চোখের সামনে। এখনও সেই ভাবনা



দুইজনে প্রায় একসঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুরু করেছিলেন। ২০০৭ সালে আমার অভিষেক। ওর ২০০৮। তখন থেকে একটাই লক্ষ্য আমাদের, দলের জন্য সেবাটা দেওয়া। হয়তো আমাদের খেলার ভাবনা, স্টাইল আলাদা। কিন্তু লক্ষ্যে তফাত ছিল না- দলকে জেতানো। শুরু থেকেই বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে যা আরও গাঢ় হয়েছে। -রোহিত শর্মা

গুয়াহাটি পৌঁছে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে রোহিত শর্মা।

বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচের আগে এক সাক্ষাৎকারে রোহিত বলেছেন, 'দুইজনে প্রায় একসঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুরু করেছিলেন। ২০০৭ সালে আমার অভিষেক। ওর ২০০৮। তখন থেকে একটাই লক্ষ্য আমাদের, দলের জন্য সেবাটা দেওয়া। হয়তো আমাদের খেলার ভাবনা, স্টাইল আলাদা। কিন্তু লক্ষ্যে তফাত ছিল না- দলকে জেতানো। শুরু থেকেই বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে যা আরও গাঢ় হয়েছে।'

শুরুটা যখন করেছিলেন সতীর্থের তালিকায় শচীন তেডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়। তারকার ভিড়ে ক্রমশ নিজেরাই তারকা হয়ে ওঠা। সমর্থকদের কাছে প্রিয় রোকো হয়ে ওঠা। দুইজনের জুটির যে নামকরণ

কোনও রদবদল ঘটনি বিরাটের ক্ষেত্রে। পারফেক্ট প্রস্তুতি, দলকে জেতানোর জন্য তাগিদ, একইরকম রয়ে গিয়েছে ও। অধিনায়ক হিসেবে আমি বরাবর জয়ের জন্য বাঁপিয়েছি। বিরাট যখন অধিনায়ক ছিল, তখন একই মানসিকতা নিয়ে মাঠে নেমেছি।'

রোহিতের দাবি, পরস্পরের ক্রিকেটের প্রতি দুইজনেই সমান শ্রদ্ধাশীল, প্রশংসকও। 'ভালো কিছু ঘটলে ও যেমন আমার প্রশংসা করে, তেমনই আমিও করি। একইসঙ্গে নিজের ক্রিকেট নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচুর কথাবার্তাও হয়। কীভাবে আরও উন্নতি সম্ভব, সেই চেষ্টা থাকে। এমনও হয়েছে, যখন ব্যাটিং নিয়ে সমস্যা পড়েছি, ও এসে তা বলেছে। তবে মাঠের বাইরে খুব বেশি দেখা সাক্ষাৎ হয় না এখন। দুইজনেই ফ্যামিলিয়ান। খেলা না থাকলে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটা'ই।'

চোট, অনিশ্চয়তা রাফিনহাকে নিয়ে

সুমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : রাফিনহাকে কি আসৌ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলতে দেখার সৌভাগ্য হবে এদেশের ফুটবলপ্রেমীদের? এদিন অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে দল জয় পেলেও এই বার্সেলোনা তারকাকে নিয়ে তৈরি হল সন্ধ্যা।

ম্যাচের বিরতিতে তাঁর পরিবর্তে এড্রিককে নামান কার্লো আসেলোত্তি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় রাফিনহাকে। পরে সিবিএফ-এর তরফে জানানো হয়, ডান পায়ের খাঁটতে অস্থি ভাঙা অনুভব করায় তুলে নেওয়া হয় তাঁকে। এই ঘটনার পর বড় ফুটবলপ্রেমীকে এমন প্রশ্নও করতে দেখা গেল, 'এরকম ঘটনার পর ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের কলকাতায় আসার

ভালো ম্যাচ হয়েছে। আমাদের সমস্যা হচ্ছিল কিন্তু আমরা নিজেদের দক্ষতা দেখাতে পেরেছি। শুকুটা ভালো করেও ছন্দ ধরে রাখতে পারছিলাম না। তবে দ্বিতীয়ারে দল ভালো খেলে। বিশেষ করে গুইমারেজের তিন নম্বর আলোচনা অসাধারণ। -কার্লো আসেলোত্তি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ প্রসঙ্গে

গোলে ব্রাজিল অবশেষে জেতে ৪-২ গোলে। আসেলোত্তি ম্যাচের পর বলেছেন,

আজ কলকাতায় উরুগুয়ে

অনুমতি দেবে তো রিয়েল মাদ্রিদ?' এই গোটা বিষয় সম্পর্কে এখনও সিবিএফের তরফে অবস্থা কিছু বলা হয়নি। বিশ্বকাপের সময়ও চোট পান রাফিনহা। ফলে শেষ তিন ম্যাচ তিনি খেলতে পারেননি। এদিন যতই ম্যাচ জিতুক না কেন, মোহনবাগান মাঠে খেলা দেখতে আসা হোসে র্যামিরেজ ব্যারেটো অবশ্য একেবারেই খুশি নন কার্লো আসেলোত্তিকে ব্রাজিলের কোচ করায়। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, 'নতুন প্রজন্মকে তুলে আনার জন্য বয়স্ক নয়, তরুণ কোচ দরকার। এই আসেলোত্তিও কিন্তু আমাদের দেশের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না।' তিনি এই কথা বললেও আসেলোত্তি আবার তার দলের খেলায় দারুণ খুশি। এদিন ভ্যানডারসন, রাফিনহা, ব্রুনো গুইমারেজ ও ভিনিসিয়াসের করা



গোল পেলেও রাফিনহার চোট ভারত ম্যাচের আগে চিন্তায় রাখছে কার্লো আসেলোত্তিকে।

জয়দের প্রেরণা কপিলরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : 'তিরিশিতে কপিল দেবরা ক্রিকেটের জন্য যা করেছিলেন, সেটাই আমরা ফুটবলের জন্য করতে চাই।'

বক্তার নাম জয় গুপ্তা।

১৯৮৩ সালে কপিলরা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতার ভারতীয় ক্রিকেটে জোয়ার এসেছিল। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে যদি ভারত ভালো ফল করতে পারে, তাহলে এদেশে ফুটবলেও একটা জোয়ার আসার সম্ভাবনা তৈরি হবে। সেটাই এবার করতে চান জয়রা।

পানামা ম্যাচ এখন অতীত। গুরুপ্রীত সিং সান্দুদের পাখির চোখ এখন ব্রাজিল ম্যাচে। মঙ্গলবার থেকে এই মেগা ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করল ভারত। ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনহাদের বিরুদ্ধে খেলতে মুখিয়ে গুরুপ্রীতরা। পর্টারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ভালো ফলাফল করলে আমূল বদলতে যেতে পারে ভারতীয় ফুটবলের অবস্থান। গোটা বিশ্বে কাছে নিজেরদের মেলে ধরার এক দারুণ সুযোগ। যে সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছে না খালিদ জামিলের ছেলেরা। এক্ষেত্রে অণুপ্রেরণা কপিল ডেভিলসের ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ের ইতিহাস। সেই ইতিহাসই যেন ভারতীয় শিবিরকে তাকিয়ে দিয়েছে। মঙ্গলবার অনুশীলন শুরুর আগে ডিফেন্ডার জয় গুপ্তার গলাতে তারই প্রতিচ্ছবি। তিনি বলেছেন, 'কপিলরা বিশ্বকাপ জেতার পর ভারতীয় ক্রিকেটে একটা বিপ্লব এসেছিল। আমরাও তেমনই নিজেরদের পথ তৈরি করতে চাই। এখান থেকেই নিজেরদের নতুন যাত্রা শুরু করতে চাই।'

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য ফুটবলারদের আলাদা করে অণুপ্রাণিত করার দরকার নেই বলেই মনে করেন জয়। তাঁর কথায়, 'ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আলাদা করে আমাদের অণুপ্রাণিত করার দরকার। এই ম্যাচটা আমাদের জীবনের অন্যতম সেরা সুযোগ। যাদেরকে দেখে বড় হয়েছে, এবার তাদের বিরুদ্ধে খেলতে নামব। আমাদের ১০০০ শতাংশ মনোযোগী থাকতে হবে। এই ম্যাচ থেকে অনেক কিছু আমাদের শেখার রয়েছে।' একই সঙ্গে পানামা ম্যাচ ড্র করে দলের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে, এমনটাই মত জয়ের।

প্রথমদিনের অনুশীলনে গোটা দল বেশ হালকা মেজাজে। ঘণ্টা ডেডেকর অনুশীলনে পাসিং, গুটিং সবটাই করলেন রায়ান উইলিয়ামসের। শেষদিকে পেনাল্টির অনুশীলন করলেন। একদিকে যখন গুরুপ্রীতরা অনুশীলনে ব্যস্ত, তখন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচটি খেলছেন ভিনিরা। এখন পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে নিজেরদের সামর্থ্যের জানান দিতে মরিয়ান মনবীর সিং, গুরুপ্রীতরা।



অনুশীলনে আনোয়ার আলি। কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
কোলহাপুর-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 60D 38236 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাপালায়ড রাজা লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বলেন 'এই প্রকল্পটি চালু রাখার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাপালায়ড রাজা লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, যা মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করেই কোটিপতি তৈরি করে। আমি আমার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের ডিয়ার লটারির কথা সুপারিশ করতে চাই যাতে তারাও তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারে। আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ।' ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সন্মানে দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

মহাভারত, কোলহাপুর - এর একজন বাসিন্দা রত্নি কানীশা মুখোপাধ্যায় - কে 14.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

আন্তঃ কলেজ কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুকান্ত মহাবিদ্যালয়।

চ্যাম্পিয়ন সুকান্ত মহাবিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের পুরস্কারের আন্তঃ কলেজ কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হল ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধুলে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৭-৬ পর্যায়ে কামাখ্যাগুড়ির শহিদ মুদিরাম কলেজকে হারিয়েছে। নিখারিত সময়ে ম্যাচ ২৫-২৫ পর্যায়ে টাই হয়েছে। ফাইনালের সেরা সুকান্তর সুমন রায়। প্রথম সেমিফাইনালে মুদিরাম ৩২-২৮ পর্যায়ে ময়নাগুড়ি কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সুকান্ত ৩২-২২ পর্যায়ে ফালাকাটা কলেজকে হারিয়েছে। পুরস্কার ভূলে দেন পর্বতের সচিব সুদীপ বসু, সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক রজন মণ্ডল প্রমুখ। পর্বদের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার মহিলাদের কাবাডি অনুষ্ঠিত হবে।

চ্যাম্পিয়ন মিলনপল্লি

ইসলামপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর পুলিশ জেলার সীমান্ত একা কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ইসলামপুর মিলনপল্লি ইলোভেন স্টার। মঙ্গলবার তিনতা মাঠে ফাইনালে তারা চোপড়া রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে।

ফাইনালে এনওয়াইসি

ময়নাগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : সাপিন্দাবাড়ি-২ প্লেয়ার্স ইউনিটের চ্যালেঞ্জ কাপ ফুটবলে ফাইনালে ৭-৬ পর্যায়ে কামাখ্যাগুড়ির শহিদ মুদিরাম কলেজকে হারিয়েছে। নিখারিত সময়ে ম্যাচ ২৫-২৫ পর্যায়ে টাই হয়েছে। ফাইনালের সেরা সুকান্তর সুমন রায়। প্রথম সেমিফাইনালে মুদিরাম ৩২-২৮ পর্যায়ে ময়নাগুড়ি কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সুকান্ত ৩২-২২ পর্যায়ে ফালাকাটা কলেজকে হারিয়েছে। পুরস্কার ভূলে দেন পর্বতের সচিব সুদীপ বসু, সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক রজন মণ্ডল প্রমুখ। পর্বদের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার মহিলাদের কাবাডি অনুষ্ঠিত হবে।

STAR HOSPITAL
SILIGURI STAR HOSPITAL

DEPARTMENT OF UROLOGY

AREA OF EXPERTISE:

- Urology
- Uro-Oncology
- Kidney Transplant
- Andrology
- Laser Lithotripsy
- TFL Laser for Stone & Prostate
- All Sexual Health Problems

CALL FOR APPOINTMENT
1800 123 8044
800 100 6060

DR. S K JHA
MBBS, M.S DNB (UROLOGY)

starhospitalsig@gmail.com
www.starhospitalsig.com
Asian Highway - 2, Tinbatti More, Siliguri - 734005